ফিলিস্তিনি বন্দিদের মৃত্যুদণ্ডে আইন প্রস্তাব ইসরাইলের পার্লামেন্টে

সারে-জমিন

বিশ্বকাপ খেলা দেখার সময় হৃদরোগে মৃত্যু

রূপসী বাংলা

বেগম সুফিয়া কামাল: অর্ধেক আকাশের উজ্জ্বল তারা

সম্পাদকীয়

৫০ তথ্যচিত্র নির্মাতাকে নিয়ে মনোজ্ঞ সংবর্ধনা

সাধারণ

ম্যাচসেরা হেড, টুর্নামেন্ট সেরা কোহলি, বলে শামি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২০ নভেম্বর, ২০২৩
৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
৫ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 312 ■ Daily APONZONE ■ 20 November 2023 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

‘ভারত মাতা কি জয়’-এর বদলে মোদীর বলা উচিত ‘আদানিজি কি জয়’: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী রবিবার নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কোটিপতি শিল্পপতি গৌতম আদানির জন্য কাজ করার অভিযোগ করে বলেছেন, ‘ভারত মাতা কি জয়’ বলার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উচিত ‘আদানি জি কি জয়’ বলা।

বুন্দি ও দৌসা জেলায় নির্বাচনী জনসভায় রাহুল অভিযোগ করেন, মোদী দুটি ‘হিন্দুস্তান’ বানাতে চান, একটি আদানির জন্য এবং অন্যটি দরিদ্রদের জন্য।

দেশে জাতিগত আদমশুমারি না করার জন্য মোদিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পরে কংগ্রেস এটিই প্রথম কাজ করবে। বুন্দির জনসভায় রাহুল গান্ধি বলেন, ‘ভারত মাতা কি জয়’-এর পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর উচিত ‘আদানি জি কি জয়’ বলা, কারণ তিনি তার জন্য কাজ করেন। কারণ মোদি ভারত মাতা কি জয় বলেন , অথচ আদানির জন্য ২৪ ঘন্টা কাজ করেন।

রেলের ডায়ানমিক ফেয়ার বাতিল করা উচিত: মমতা

আপনজন ডেস্ক: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার বলেছেন, রেলের উচিত ট্রেনের টিকিটের দাম কমানো এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে ট্রেনের ভাড়া কখনও কখনও বিমানের টিকিটের চেয়ে বেশি ছিল, এই সপ্তাহে চলমান উৎসবের মরসুমে বিভিন্ন রুটে টিকিটের দাম বেড়েছে।

তিনি বলেন, দুঃখের বিষয় যে রেলযাত্রী ভাড়া দ্রুত বাড়ছে এবং এমনকি সুবিধা ট্রেনের ভাড়া কখনও কখনও বিমান ভাড়ার চেয়েও বেশি! জরুরি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে?

তিনি বলেন, ভাড়া বৃদ্ধি অবশ্যই কমাতে হবে। রেল নিরাপত্তা ও যাত্রী নিরাপত্তার বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিতে হবে। রেলওয়ে ২০১৬ সালে গতিশীল মূল্য প্রবর্তন করে। তাতেই কোনও কোনও সময় টিকিট মূল্য বিমানের থেকে বেশি হয়।

দেশে ক্রমবর্ধমান রেল দুর্ঘটনা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, সংঘর্ষ প্রতিরোধযন্ত্র এবং এই জাতীয় অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি কেন এখন দুর্ঘটনার উপর নজর রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। অথচ আমি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন আমি সংঘর্ষ-বিরোধী ডিভাইস এবং অন্যান্য দুর্ঘটনা-বিরোধী ব্যবস্থা চালু করেছিলাম। ক্রমবর্ধমান ট্রেন দুর্ঘটনা রোধে কেন এগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে না, কিন্তু জনবিরোধী ভাড়া ব্যবস্থা অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলছে বলে মন্তব্য করেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো।

ছট উৎসবের মধ্যে বিহার ও ঝাড়খন্ডের সঙ্গে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির সংযোগকারী কয়েকটি রুটে ট্রেনের টিকিটের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।চলতি সপ্তাহের শুরুতে নন-এসি কোচ বেছে নেওয়া যাত্রীদের জন্য বার্থের ঘাটতির খবর প্রত্যাখ্যান করে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছিলেন, গত বছরের তুলনায় এই উৎসবের মরসুমে বিশেষ ট্রেনের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। যাত্রীদের ভিড় কমাতে ১ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ৬,৭৫৪টি অতিরিক্ত ট্রেন পরিচালনা করছে রেল, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ২,৬১৪টি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে রেলের নিরাপত্তা নিয়েও।

একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ৬ বার চ্যাম্পিয়ন হল অস্ট্রেলিয়া

মোদি স্টেডিয়ামেই বিসর্জন ভারতের

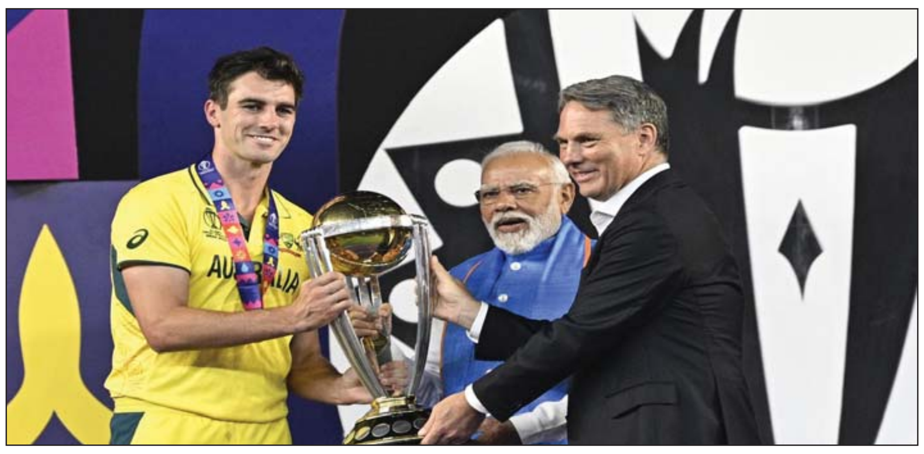

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম গুজরাতের আহমদাবাদের মোদি স্টেডিয়াম। একদা খ্যাত মোতেরা স্টেডিয়ামই আজ মোদি স্টেডিয়ামের পরিণত হয়ে সেখানেই বিশ্বকাপের একদিনের ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েচিল সেই মোডি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতেরর বিসর্জন হল।

লড়াইয়ের ময়দানে ছিল একদিকে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া, অন্যদিকে দুইবারের শিরোপাজয়ী ভারত। আসরে দুই ম্যাচ হারা অজিদের প্রতিপক্ষ অপরাজিত টিম ইন্ডিয়া। এমন এক ম্যাচে ফেভারিট ছিল রোহিত-কোহলিরাই।

তবে ঘরের মাঠে লাখের বেশি দর্শক থাকা ভারতকে নিস্তব্ধ করে শেষ হাসি হেসেছে অস্ট্রেলিয়াই। মোদির নামে স্টেডিয়ামেই ভারতের বিসর্জন দেখতে হল। ৫০ ওভারের ফরম্যাটে এ নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো শিরোপা জিতল ক্যাঙ্গারুর দল। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনটি আরেক ধাপ উপরে নিয়ে গেলেন কামিন্স-ওয়ার্নাররা। রবিবার ১লক্ষ ৩০ হাজার দর্শক ভর্তি মোদি স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৪০ রানে অল আউট হয় ভারত। জবাবে মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছায় অস্ট্রেলিয়া। ষষ্ঠবার বিশ্বসেরার আসনে বসার সময় অজিদের হাতে ছিল আরো ৪২ বল। ভারতের ২৪০ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই তিন উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। ডেভিড ওয়ার্নার ৭, মিচেল মার্শ ১৫ ও স্টিভ স্মিথ ৪ রানে সাজঘরে ফেরেন। মাত্র ৪৭ রানে অজিদের ৩ উইকেট নিয়ে তখন বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর ভারত। তবে এমন অবস্থায় দলের হাল ধরেন ট্রেভিস হেড ও মার্নাস লাবুশেন। ধীরে ধীরে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নিতে থাকেন দুই ব্যাটার। দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে ৯৫ বলে সেঞ্চুরি পূরণ করেন ট্রেভিস হেড। অন্যপ্রান্তে লাবুশেন তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন।ম্যাচের শেষ মুহূর্তে আউট হন হেড। এর মাধ্যমে ভাঙে লাবুশেনের সঙ্গে তার ১৯২ রানের জুটি। ১৩৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে আউট হন হেড। ম্যাক্সওয়েল এসে দলের জয় নিশ্চিত করেন। অন্যপ্রান্তে ৫৮ রানে অপরাজিত ছিলেন লাবুশেন। ফাইনালে টস জিতে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স যখন ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন অনেকেই চোখ কপালে তুলেছিলেন। ব্যাট হাতে ভারতের শুরুটাও খুব একটা খারাপ ছিল না। তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দিকে নিতে থাকে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম পাওয়ার প্লেতে ৮০ রান সংগ্রহ করেছিল ভারত। অথচ বাকি অংশে দলটি সংগ্রহ করেছে মাত্র ১৬০ রান! যেখানে অজি বোলারদেরও ছিল বড় কৃতিত্ব। ভারতের লড়াকু পুঁজির পেছনের কারিগর লোকেশ রাহুল ও বিরাট কোহলি। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬৬ রান করেন রাহুল। অন্যপ্রান্তে ছন্দে থাকা কোহলি ফেরেন ৫৪ রানে। অধিনায়ক রোহিত শর্মার ৪৭ রানের ঝড়ো ইনিংস ভারতকে এগিয়ে দিলেও শেষ রক্ষা হল না।

কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়লেন কোহলিরা

আপনজন ডেস্ক: হার যেন কিছুতেই মানতে পারছিলেন না রোহিত শর্মা। কোনো রকমে হাত মেলাচ্ছিলেন প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারদের সঙ্গে। কিন্তু তার পরেই কেঁদে ফেললেন ভারত অধিনায়ক। চোখের জলে মাঠ ছাড়লেন তিনি। বিরাট কোহলিও অনেক কষ্টে চেপে রেখেছিলেন কান্না। ছলছল চোখে বিরাট দ্রুত মাঠ ছাড়ার চেষ্টা করছিলেন। বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পরেই হাহাকার ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে। চলতি প্রতিযোগিতায় টানা ১০টি ম্যাচ জিতে ফাইনালে পা রেখেছিল ভারতীয় দল। দেশের মাটিতে আরো একবার বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন দেখছিলেন সমর্থকেরা। কিন্তু ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ব্যাটে-বলে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে ভারতকে। হারের পর হতাশা আটকে রাখতে পারলেন না ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। সব থেকে বেশি হতাশ লাগছিল মোহাম্মদ সিরাজকে। মাঠেই কেঁদে ফেলেন তিনি। মাঠে সিরাজের কান্না নতুন নয়। প্রথমবার ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গেয়ে কেঁদেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য শুনেও কেঁদেছিলেন। কিন্তু সেগুলোর চাইতে এদিনের কান্না অনেক বেশি কষ্টের। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল জয়সূচক রান নিতেই মাঠে হাঁটু মুড়ে বসে গ্লাভস দিয়ে মুখ লুকিয়ে ফেলেন রাহুল। মাঠ ছাড়তে চাইছিলেন না তিনি। তাকে টেনে তোলেন জাসপ্রিত বুমরাহ। সিরাজকেও সামলান এ পেসার। কিন্তু রবীন্দ্র জাদেজাকে সামলাতে পারেননি। এক দিকে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরা যখন উল্লাস করছেন তখন জাদেজা গিয়ে হাত দিয়ে এক দিকের উইকেট ভেঙে ফেলেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেননি তারা।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩১২ সংখ্যা, ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ৫ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

চোরের মা!

কথায় আছে–‘চোরের মায়ের বড় গলা/ নিত্য দেখায় ছলাকলা,/ চোরকে নিয়ে বড়াই করে/ চোরের জন্য লড়াই করে।’ প্রশ্ন হইল চোরের মায়ের কেন বড় গলা? কথাটি কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? ইহার মানে কী? এই প্রবাদে কে চোর? কে তাহার মা?

এই প্রবাদটির ‘উৎস’ অনুসন্ধানে জানা যায়, হনুলুলুতে বাস করিত এক চোর। সেই চোর মনে করিতেন–চুরি হইতেছে একধরনের শিল্প, ইটস অ্যান আর্ট। সেই চোরের মা বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করিতেন। চোরের মায়ের জীবনের অন্যতম শখ ছিল–গলাভর্তি গয়না পরা। সেই শখ পূরণ করিতেই ছেলে তাহাকে প্রতি মাসে টাকাপয়সা ছাড়াও একটা করিয়া নেকলেস পাঠাইত। এইভাবে চোরের মায়ের গলাভর্তি গয়নায় ভরিয়া গেল। তাহার বড় গলা ভরা গয়না দেখিয়া গ্রামের সকলেই বলিত ‘বড় গলাওয়ালা মা।’ এমন সময় কোথাও চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল তাহার ছেলে। আইনের লোক তাহার মাকে খুঁজিতে গিয়া জানিতে পারিল–এই এলাকায় চোরের মাকে কেহ চেনেন না। তবে ‘বড় গলাওয়ালা মা’ বলিতেই সকলে চিনিয়া ফেলিল। সেই হইতে নাকি বাংলাদেশে এক নূতন প্রবাদের জন্ম হইল–‘চোরের মায়ের বড় গলা’। আবার অনেকে বলেন–ইহা আসলে কেমোফ্লেজ। এই ধারণাটি আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’তে প্রকাশিত ‘সন্দেহের কারণ’ কাপলেট হইতে। তাহা হইল–‘কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।–/ তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।’ আসলে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ চোরের বা চুরির বিপক্ষে। নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, যুক্তি, আইন–কোনো কিছুই চোর বা চুরির পক্ষে কথা বলে না। সেই ক্ষেত্রে গলা বা গলাবাজিই হয় চোর বা চোরের আত্মীয়স্বজনের একমাত্র ভরসা। নিজেদের অপরাধ ঢাকিতে তাহাদের উচ্চৈঃস্বরে চ্যাঁচাইতে হয়। নিজে যে ভালো, তাহা চ্যাঁচাইয়া জানাইতে হয়। গলা ছাড়া চোর বা চোরের মায়ের আসলে অন্য কোনো অবলম্বন নাই। কাজেই যাহারা চড়া গলায় কথা বলেন–তাহাদের সাধুতা লইয়া প্রশ্ন জাগে, যেমনটি কণিকায় বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চোর লইয়া আমাদের দেশে অনেক রকম প্রবাদ-প্রবচন রহিয়াছে। ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ ছাড়াও আমরা উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি–‘চোরে চোরে মাসতুতো ভাই’, ‘চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে’, ‘চোরের সাক্ষী মাতাল’, ‘যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর’, ‘অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ’, ‘চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা’, ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’ ইত্যাদি। ইহা গেল আমাদের দেশের প্রবাদের কথা; কিন্তু পশ্চিমা দেশে ‘চোর’দের লইয়া এই ধরনের প্রবাদ কি চালু রহিয়াছে? প্রাত্যহিক জীবনে আমরা খুব বেশি না শুনিলেও আন্তর্জালে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জার্মান প্রবাদে আছে–‘সময় হইল চোরের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। একটা না একটা সময় আসিবেই যখন চোরের স্বরূপ উন্মোচন হইবে।’ জার্মান প্রবাদে আরও বলা হয়–‘যেইখানে হোস্ট নিজেই চোর সেইখানে চুরি আটকানো কঠিন।’ আমেরিকান প্রবাদে বলা হইয়াছে–‘প্রয়োজনীয়তা একজনকে চোর বানাইতে পারে।’ আমেরিকার আরও একটি প্রবাদ আছে–‘চোর ধরিতে বড় চোর লাগে।’ চোর লইয়া জাপানের একটি প্রবাদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেইখানে বলা হইয়াছে–‘একজন চোর তাহার চৌর্যবৃত্তি শিখিতে ১০ বছর সময় নেয়।’ ইতালীয় প্রবাদে বলা হয়–‘যখন ভীষণ বিপদ আসে, চোর তখন সৎ হয়।’ অন্যদিকে ডেনিশ প্রবাদে বলা হয়–‘একজন চোর মনে করে প্রত্যেক মানুষই চুরি করে।’

সুতরাং চোরদের ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বই অনেক ধরনের কথা বলিয়াছে; কিন্তু ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ প্রবাদটি আমাদের দেশে এতটাই প্রচলিত যে, একটি বাচ্চাও তাহা জানে। এমনই একটি বাচ্চা বাবার সহিত চিড়িয়াখানায় গিয়া জিরাফ দেখিয়া বলিল–‘ঐ যে একটি চোরের মা!’ আমাদের চারিপাশেও এমনই অনেক অদৃশ্য ‘জিরাফ’ ঘুরিয়া বেড়ায়।

●●●●●●●●●●●●

বেগম সুফিয়া কামাল: অর্ধেক আকাশের উজ্জ্বল তারা

একালের অন্যতম প্রগতিশীল, প্রতিবাদী মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বেগম সুফিয়া কামাল। ১৯৪৭ সালে ‘বেগম’ পত্রিকার সম্পাদিকা সাড়া জাগনো বেগম সুফিয়া কামালের বিশেষ অবদান রয়েছে দুই বাংলায়। আজ ২০ নভেম্বর, তাঁর প্রয়াণ দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন হিঙ্গলগঞ্জ কলেজের **অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীন**।

কথামুখ

‘বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর।
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।।’

এই সত্য উপলব্ধি করে, স্বীকার করে স্বীকৃতি দিতে অনেকেই পারেন নি। কবি কাজী নজরুল ইসলাম পেরেছিলেন। ব্যক্তি জীবনে, সাহিত্য সৃষ্টিতেও। তবে কাজটি ছিল কঠিন। পারিবারিক, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে তা ছিল কঠিনতর। যাঁরা পেরেছিলেন সেইরকম কয়েকজন নারীর মধ্যে অন্যতম বেগম সুফিয়া কামাল।

পারিবারিক পরিচয়ঃ

পূর্বতন অবিভক্ত বাংলা, বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল সদর উপজেলায় পিতা সৈয়দ আব্দুল বারী ও মা সাবেরা বানুর সন্তান সুফিয়া কামালের জন্ম ১৯১১-র ২০ জুন। মাত্র ১১ বছর বয়সে ১৯২২-এ মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে বিবাবসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল মাত্র ১০ বছরের। ১৯৩২-এর ১৯ ডিসেম্বর ক্ষয় রোগে সৈয়দ নেহাল হোসেনের মৃত্যু হয়। তাঁদের একমাত্র কন্যা আমেনা আক্তার। ১৯৩৯-এর ৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের কামালউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। পরিচিত হন সৈয়দ সুফিয়া কামাল নামে। ১৯৪১-এ মা সৈয়দা সাবেরা খাতুনের মৃত্যু হয়। ১৯৬৩ সালে তাঁর এক পুত্র আহমেদ কামাল দুষ্কৃতীদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৭ সালের ৩ অক্টোবর তাঁর স্বামী কামালউদ্দিনও প্রয়াত হন। তাঁদের সন্তানেরা হলেন সুলতানা কামাল, সাঈদা কামাল, শাহেদ কামাল ও সাজেদ কামাল। তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে ‘বাংলা একাডেমি পুরস্কার’ (১৯৬২), ‘একুশে পদক’ (১৯৭৬) ও ‘স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার’ (১৯৭৭)। বিদেশ থেকেও তিনি পুরস্কৃত হন। ১৯৭০ সালে ‘সোভিয়েত লেলিন পুরস্কার’, ১৯৮১ সালে চেকোশ্লাভাকিয়া থেকে ‘সংগ্রামী নারী পুরস্কার’ পান। ৮৮ বছর বয়সে ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় প্রয়াত হন এই মহীয়সী মুসলিম রমণী। তিনিই বাংলাদেশের প্রথম মহিলা যাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

শিক্ষাজীবন

যে বংশে সুফিয়া কামালের জন্ম হয় সেই অভিজাত জমিদার বাড়িতে নারী শিক্ষার চল ছিল না। তাঁর পিতা ছিলেন উকিল। নানা ম্যাজিস্ট্রেট। বাড়িতে উর্দু ছিল কথ্য ভাষা।

পাশাপাশি আরবি, ফারসির চল থাকলেও বাংলা ভাষার চল ছিল না। বাড়িতেই শিক্ষারম্ভ হয়। মূলত মায়ের কাছেই তিনি বাংলা শেখেন। ১৯১৮ সালে স্বামী আধুনিকমনস্ক সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে কলকাতায় এলে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রোকেয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর জীবনকে অনেকাংশে পাল্টে দেয়। পত্রপত্রিকা পড়তে শুরু করেন। সঙ্গে লেখা। ক্রমশ পরিচিত হন কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গেও ক্রমশ নিজেকে সংযুক্ত করেন।

সাহিত্য জীবন

কাজী নজরুল ইসলামের ‘হেনা’ গল্প পড়ে গদ্য সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মুগ্ধ হয়ে কবিতা রচনার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। এছাড়াও তিনি লক্ষ্য করেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বেগম সারা তাইফুর, বেগম মোতাহেরা বানু প্রমুখ মুসলিম নারীরা গল্প, কবিতা লিখছেন। তাঁদের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন। ১৯২৬ সালে সাপ্তাহিক সাওগাতে তাঁর প্রথম কবিতা ‘বাসন্তী’ প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন ‘কেয়ার কাঁটা’ প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘সাঁঝের মায়া’-র ভূমিকা লিখে দেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর কবিতা অন্যান্য বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও প্রশংসা আদায় করে নেয়। ১৯২৯ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যান এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে উপহার হিসেবে ‘গোরা’ উপন্যাস তাঁর হাতে তুলে দেন। ১৯৩০ সালে ‘মহিলা সওগাত’-এ সুফিয়া কামালের ‘বিড়ম্বিতা’ কবিতাটি তাঁর ছবিসহ প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ এর ২০ জুলাই কলকাতা থেকে প্রথম ‘সাপ্তাহিক বেগম’ প্রকাশিত হলে সুফিয়া কামাল তার প্রথম সম্পাদিকা মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা ছিলেন সওগাত-সম্পাদক মোঃ নাসিরউদ্দিন কন্যা নূরজাহান বেগম। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘সাঁঝের মায়া’ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে মস্কো থেকে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে ‘বলশেভনী সুমের্কী’ নামে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৯ সালে তাঁর স্মৃতিকথা ‘একাত্তরের ডায়েরী’ প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো- ‘মায়া কাজল’, ‘মন ও জীবন’ ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি ‘সোভিয়েতে দিনগুলি’ নামে একটি ভ্রমণকাহিনী, ‘একালে আমাদের কাল’ নামে আত্মজীবনীও লেখেন।

ভাষা আন্দোলন ও বেগম সুফিয়া কামাল

১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর সুফিয়া কামাল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয় সেই আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। বাংলা ভাষার পক্ষে তিনি জোরদার সওয়াল করেন। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিনি অনেকগুলি কবিতা লেখেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ‘বাংলা একাডেমী’ থেকে ‘একুশের সংকলন: গ্রন্থপঞ্জি’- তে তাঁর রচিত ৬৫ টি কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

স্বাধীন বাংলাদেশে বেগম সুফিয়া কামালের কর্মকাণ্ড

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হলে তিনি বিভিন্ন গণসংগঠন তৈরি করেন। বহু সংগঠনের দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি তৈরি করেন শিশুদের সংগঠন ‘কচিকাঁচার মেলা’। ওই বছর দিল্লির সাহিত্য সম্মেলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে তৈরি করেন ‘মহিলা পরিষদ’। প্রচন্ড ভয়ের পরিবেশে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালিত হয়। রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনের পর ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে একটি বনভোজনের আয়োজন করা হয়। সেখানে ‘ছায়ানট’ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা হয়। বেগম সুফিয়া কামালকে উক্ত ‘ছায়ানট’ সংস্থার প্রথম সভাপতি ও ফরিদা হাসানকে সম্পাদক নির্বাচিত করে প্রথম কমিটি গঠিত হয়। ১৯৬৫ সালে তিনি ‘পাক-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি’-র সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি ‘আন্তর্জাতিক নারী উৎসব’-এ যোগদানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে গমন করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি ‘মহিলা সংগ্রাম কমিটি’-র সভাপতি পদে আসীন হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য যে ছাত্রী আবাস তৈরি হয় তার নামকরণ যাতে বেগম রোকেয়ার নামে হয় তার জন্যও তিনি ‘বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত স্মৃতি কমিটি’-র নেত্রী হিসেবে দরবার করেন।

১৯৭২ সালে তিনি বুলগেরিয়া, জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নও ভ্রমণ করেন। ১৯৮২ সালে তিনি রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালে তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভানেত্রী নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম মুখ। মুক্ত চিন্তার পক্ষে ও মৌলবাদের বিপক্ষে প্রতিটি প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি আমৃত্যু নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর শনিবার সকালে তিনি বার্ধক্য জনিত রোগে প্রয়াত হন।

শেষ কথা

আজও নারীরা সর্বত্র পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সংসারে, সমাজে আজও নারীরা সমানাধিকার পান নি। যুদ্ধ বা সন্ত্রাসের পরোক্ষ বলি শিশু ও নারীরা। আমাদের দেশে নারীদের একসময় সহমরণ প্রথা পালন করতে হতো।

স্বামীরা বহুবিবাহ করতে পারতেন। সেই স্বামীদের মঙ্গলার্থেই নারীরা নানা রকম ব্রত পালন করতেন, আজও করেন। অথচ আমাদের দেশেই জন্মেছিলেন অপলা, ঘোষা, লক্ষ্মীবাঈ, রিজিয়া সুলতানার মতো মহীয়সী মহিলারা। দেশকে স্বাধীন করার লড়াইতে নেমেছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা, বীণা দাস, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদাররা। আমাদের দেশে লৌহমানবী ইন্দিরা গান্ধী শুধু দেশই নয়, পৃথিবীতে মুক্তির আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমাদের রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পদক্ষেপে ‘কন্যাশ্রী’র মতো প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, যা সারা বিশ্বে আজ প্রশংসিত।

কিন্তু বেগম সুফিয়া কামাল যে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও সামনে থেকে মেয়েদের জন্য লড়াই আন্দোলন করেছিলেন, সাহস জুগিয়েছিলেন সামনে থেকে, যে নারীরাও পারে, তাঁকে আলাদা করে সাবাস জানাতেই হয়।

নাম পরিবর্তনের রাজনীতি, একটি সুপরিকল্পিত নকশা

এম ওয়াহেদুর রহমান

উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ নির্মূলকরণ ও সকলের প্রতি সমানাধিকারের স্বপ্নিল সওদাগর হয়ে ধরার বুকে আগমন করেছিল সাম্যবাদ। কিন্তু তার গালভরা বুলি যে আঁতুড়ঘরেই বিনষ্ট হয়েছে,তা নয় সাম্যবাদের প্রেতাত্মা - ‘উদারনীতি ‘, ‘ মুক্ত বাণিজ্য ‘ ‘ শিল্পায়নের নামে পুঁজিপতিদের পদলেহনে’র ছদ্মবেশে কায়েমী স্বার্থবাদের প্রতিনিধিত্ব করতে তৎপর হয়েছে। স্বৈরতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আধুনিক সভ্যতা তথা প্রগতিবাদের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে গণতন্ত্র। আর গণতন্ত্র বাস্তবায়িত হয়ে থাকে রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে। রাজনৈতিক দলগুলো আশাহত জনগণের আশা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। স্থান বা নিদর্শনের নাম পরিবর্তন হলো রাজনৈতিক বৈতরণী পার হওয়ার একটি অন্যতম কৌশল। ভারত হলো বিশ্বের একটি অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ। এই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন কাল থেকেই নাম পরিবর্তনের সংস্কৃতি চলে আসছে। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন অজুহাতে বিভিন্ন সময় স্থান ও নিদর্শনের নাম পরিবর্তন হয়ে আসছে। তবে বিশেষ করে ধর্মীয় কিংবা সাম্প্রদায়িক কারণে নাম পরিবর্তন বেশি হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতির অলিন্দে নাম পরিবর্তনের কৌশল খুবই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

আজকের দিনে ভারতে নাম পরিবর্তনের হিড়িক ব্যাপকতা লাভ করেছে। একের পর এক বিখ্যাত রাস্তা বা শহর গুলোর নাম পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। আর এই নাম পরিবর্তন নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। সন্দেহ নেই যে নাম পরিবর্তনের এসব আয়োজন পুরোদস্তুর রাজনৈতিক। ভারতের বিভিন্ন নির্বাচনে এই সব নাম পরিবর্তনের গভীর যোগ রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে এটি ভয়ঙ্কর ও বিধ্বংসী প্রবনতা। কেননা প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বা এলাকার আদি নামকরণের পেছনে আছে দীর্ঘ ইতিহাস ; আছে অর্থনৈতিক ও

আধ্যাত্মিক বা সামাজিক কারণ। আসলে নাম পরিবর্তনের সঙ্গে কর্তৃত্ববাদী শাসকের ক্ষমতা প্রদর্শনের নীরব অভিলাষ যুক্ত থাকে। নাম পরিবর্তনে অতি সংকীর্ণ ধর্মীয় বিবেচনা এখন বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। সুপরিকল্পিত ভাবে ভারতের সুলতানি ও মুঘল আমলে নির্মিত বারোশো বছরের প্রাচীন মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নাম নিশানা মুছে ফেলার চেষ্টা ক্রমশ অব্যাহত রয়েছে।প্রায় কিছু কিছু রাজনৈতিক দলগুলো শাসনভার গ্রহণ করার পর নাম পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়ে উঠছে। শাসকদল ভোটারদের তোয়াজ করতেই এমন কাজ করছে। ভারতের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতির সভ্যতা, ইতিহাস, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা যে কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো এবং আরো যে সব অমূল্য ত্যাগ ও কুরবানী দিয়েছে, এই সব বিষয়কে ইদানিং উপেক্ষা করার কিংবা অস্বীকার করার মানসিকতা জন্ম নিচ্ছে। ভারতের ইতিহাস কে পরিকল্পিত ভাবে এমন করে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা চলছে, যেন মুঘলদের বিশেষতঃ মুসলিমদের যুগটা নিকৃষ্ট এক প্রবাসী জাতির সাম্রাজ্যবাদী যুগ বৈ কিছুই নয়,যার মধ্যে ভাবলেও কল্যাণ বলতে কিছুই ছিল না। এ সময়ের মধ্যে মনে হচ্ছে যেন তারা কোনো জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নয়নে কৃতিত্ব প্রর্দশন করে নি। তাছাড়া দেশ গড়ার ও জাতীয় উন্নয়নে এমন কোনো অনাবিল তথা নির্দোষ কাজ হয়তো করেনি, যা নিয়ে ভারত গর্ভ করতে পারে। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের ভূমিকা ছিলো নীরব দর্শকের অথবা নির্লিপ্ত কোনো জাতির। ঘটনাক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিলে ও তা প্রায় অনুল্লেখ্য রয়েছে। ভারতে পরিবর্তিত স্থান কিংবা নিদর্শন গুলো কিছু উপস্থাপন করা হলো - এলাহাবাদ পাল্টে হয়েছে প্রয়াগরাজ, আহমেদাবাদ নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে কর্ণাবতী, মোগলসরাই রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম হয়েছে দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, হিমাচলের সিমলা হয়েছে শায়মালা, মুঘল গার্ডেন হয়েছে অমৃত উদ্যান, ফৈয়াজবাদ হয়েছে অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশের আজমগড় হয়েছে আরইয়াগড়, বেগম হযরত পার্ক হয়েছে ঊর্মিলা বাটিকা,হুমাইন সাগর হয়েছে বিনায়ক সাগর, মুজফফর নগর হয়েছে লক্ষী নগর, নবী মুম্বাই এয়ারপোর্ট হয়েছে বি বি পাতিল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ হয়েছে চন্দ্রনগর, গুজরাটের আহমেদ নগর হয়েছে আনন্দ নগর, হরিয়ানার মুস্তাফাবাদ হয়েছে স্বরস্বতী নগর, খিজিরবাদ হয়েছে প্রতাপনগর, তামিলনাড়ুর আলিয়াবাদ হয়েছে কালাম্বুর, কলকাতা বন্দর হয়েছে শ্যাম্যাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর,ন্যাশনাল লাইব্রেরি ভাষা ভবনের নতুন নাম হয়েছে শ্যাম্যাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবন, ন্যাশন্যাল গার্ল চাইল্ড হয়েছে বেটি বাঁচা, বেটি পড়া ও যোজনা, ন্যাশন্যাল ম্যানুফাকচারিং পলিসি হয়েছে মেক ইন ইন্ডিয়া, আলিগড় হতে চলেছে হড়িগড় প্রভৃতি।

দেশের ইতিহাস বিজড়িত জনপদের নাম কিংবা নিদর্শনের নাম অথবা ইতিহাস ঐতিহ্যের পরিবর্তন সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কখনোই কাম্য নয়। নাম পরিবর্তনের নানান অজুহাতে কোনো জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার যে চেষ্টা আজ ও হয়তো অব্যাহত রয়েছে তা জাতির আত্মহননের অপচেষ্টা। দিন বদলের কিংবা প্রগতির জিগির তুলে যারা নাম পরিবর্তন করে চলেছেন তাঁরা কি কখনো ভেবে দেখেছেন, তাঁদের ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর কি হবে ? কিংবা যারা পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন হবে তখন কি হবে? ক্ষমতা কখনো এক হাতে থাকে না। ধর্মান্ধতার আশ্রয় নিয়ে ঐতিহাসিক শহর,নগর,জনপদ,রাস্তার নাম বা কোনো পার্কের নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক বৈতরণী পার হওয়ার প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক নীতি সম্মত নয় ।

প্রথম নজর

ইসরায়েলের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার হুমকি বাইডেনের

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরের শাসনভার ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের হাতে থাকা উচিত বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এমনকি প্রথমবারের মতো ইসরায়েলে বসতি স্থাপনকারীদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিলেন তিনি। শনিবার শীর্ষস্থানীয় মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্টে এক লেখায় এমন অভিমত প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জো বাইডেন বলেন, আমি ইসরায়েলের নেতাদের জোরালোভাবে বলছি, পশ্চিম তীরে ব্যাপক সহিংসতা চলছে এবং অবশ্যই তা বন্ধ করতে হবে। যদি তা না হয়, সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তুতি শুরু করতে বাধ্য হবে। আমরা যেহেতু শান্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সেহেতু আমরা চাই গাজা ও পশ্চিম তীরকে একটি একক শাসন-কাঠামোর অধীনে আবার একত্রিত হোক, শেষ পর্যন্ত গাজা পুনরায় ফিলিস্তিনের অধীনে ফিরে আসুক। কেননা, আমরা সবাই একটি দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করছি। তিনি আরো বলেন, গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের জোর করে বাস্তুচ্যুত, পুনর্দখল, কোনো নিরোধ বা অবরোধ এবং ভূখণ্ডের পরিমাণ হ্রাস করা যাবে না। জানা গেছে, চলমান ইসরায়েল-হামাস সংঘাত শেষে গাজার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কী চায়, মূলত সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাইডেন এ নিবন্ধের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ভিসা ওয়েইভার প্রোগ্রাম নামের একটি মার্কিন কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ইসরায়েল। যেসব রাষ্ট্র এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছে, সেসব দেশের যাত্রী ও ভ্রমণকারীরা ভিসা ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারেন। গত অক্টোবর এ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছে ইসরায়েল।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইসরায়েল যদি পশ্চিম তীরে সহিংসতা অব্যাহত রাখে, সেক্ষেত্রে ভিসা ওয়েইভার প্রোগ্রাম থেকে ইসরায়েলকে বাদ দেওয়াসহ দেশটির রাজনীতিবিদ ও সামরিক-সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ভিসা বিধিনিষেধ জারি করার মতো ‘যথেষ্ট সুযোগ’ মার্কিন সরকারের হাতে রয়েছে।

ফাত্তাহ-২ নামে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র উন্মোচন করলে ইরান

আপনজন ডেস্ক: ফাত্তাহ-২ নামে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রথমবারের মতো উন্মোচন করলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী। রবিবার ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি’র এরোস্পেস ফোর্সের নতুন অর্জন নিয়ে আয়োজিত সামরিক মেলা পরিদর্শনকালে আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী ওই হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রটির পর্দা উন্মোচন করেন। বার্তা সংস্থা ইরনার প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংবাদদাতা জানিয়েছে, রবিবার সকালে ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী, আইআরজিসি’র এরোস্পেস ফোর্সের নতুন নতুন উদ্ভাবনী মেলা পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি ফাত্তাহ-২ হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রথমবারের মতো উন্মোচন করেন। ফাত্তাহ-২ হাইপারসনিক মিসাইলের গ্লাইড এবং ক্রুজ ক্ষমতা রয়েছে। ফাত্তাহ-২ ’কে এইচজিভি এবং এইচসিএম হাইপারসনিক অস্ত্রের বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ইরানসহ বিশ্বের মাত্র চারটি দেশের কাছে এ ধরনের হাইপারসনিক অস্ত্রের প্রযুক্তি রয়েছে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ইরানের তৈরি ‘গাজা’ ড্রোনও পরিদর্শন করেন। এই ড্রোন একটানা ৩৫ ঘণ্টা আকাশে উড়তে পারবে। ৩৫ হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ৫০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তু পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি আঘাত হানতে সক্ষম। গাজা ড্রোন একসঙ্গে ১৩টি বোমা বহন করতে পারে।

পরিদর্শনকালে তিনি ‘মেহরান’ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ‘নাইন্থ-দেই’ আপগ্রেড সিস্টেম এবং ‘শাহেদ-১৪৭’ ড্রোনও উন্মোচন করেন।

ফিলিস্তিনি বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড দিতে আইন প্রস্তাব ইসরাইলের পার্লামেন্টে

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড দিতে নতুন খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসরাইলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বিন গভির। খসড়াটি সোমবার ইসরাইলের পার্লামেন্ট নেসেটে প্রথমবারের মতো পাঠ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শনিবার (১৮ নভেম্বর) তিনি এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বলে আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

ইতামার বিন গভির বলেন, ফিলিস্তিনি বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড দিতে নতুন খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়েছে। সোমবার খসড়া আইনটি পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো পাঠ হবে। সেখানে আইনটির বৈধতা নিয়ে আলোচনা হবে। আশা করা যাচ্ছে, এ বিষয়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের সমর্থন পাওয়া যাবে।

ইসরাইল সর্বপ্রথম ১৯৫৪ সালে ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুদণ্ড আইন বাতিল করে। তখন তারা এর পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডের আইন প্রণয়ণ করে, যা শত শত বছর পর্যন্ত প্রলম্বিত হওয়ার সুযোগ ছিল। তবে গত মার্চে নেসেটে একটি প্রাথমিক পাঠে একটি খসড়া আইন অনুমোদন করা হয়। সেখানে ইসরাইলিদের হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ফিলিস্তিনি বন্দীদের মৃত্যুদণ্ডের অনুমতি দেয়া হয়। সেটি নিরাপত্তা মন্ত্রী বিন গভিরই দিয়ে ছিলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু ওই আইনের সমর্থন করেছিলেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসরাইলে একাধিকবার মৃত্যুদণ্ডের আইন প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু নেসেট ওই আইনের অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। উল্লেখ্য, খসড়া আইন কার্যকর হওয়ার জন্য নেসেটে তিনবার রিডিং পাস করতে হয়।

গণকবর খুঁড়ে শতাধিক মরদেহ তুলে নিয়ে গেছে ইসরায়েলি সেনারা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল শিফার গণকবর থেকে শতাধিক মরদেহ তুলে নিয়ে গেছে দখলদার ইসরায়েলি সেনারা।

শনিবার (১৮ নভেম্বর) গাজার এক সরকারি কর্মকর্তা এ তথ্য জানান। গাজার সরকারি গণমাধ্যম কার্যালয়ের কর্মকর্তা ইসমাইল আল-থাওয়াবতা বলেন, ‘ইসরায়েলি সেনারা আল শিফা হাসপাতাল প্রাঙ্গণের গণকবর থেকে শুক্রবার শতাধিক মরদেহ তুলে নিয়ে গেছে। দাফনের জায়গা না থাকায় এভাবে গণকবর দেওয়া হয়েছিল।’

ইসমাইল আল-থাওয়াবতা আরো জানান, গত কয়েক দিনে হাসপাতালে আরো অনেকের মৃত্যু হয়েছে। এসব মরদেহ হাসপাতালের ভেতরে কবর দিতে চেয়েছিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে হাসপাতাল দখল করে থাকা ইসরায়েলি সেনারা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে মরদেহ দাফন করতে বাধা দেন। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালে লাশের স্তূপ জমে গিয়েছিল। এসব মরদেহ দাফন করার জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। এমন এক পরিস্থিতিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল প্রাঙ্গণেই দেড় শতাধিক মরদেহ গণকবর দেন।

ইসমাইল আল-থাওয়াবতা বলেন, ‘ইসরায়েলি সেনারা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে থাকা ওই গণকবর খুঁড়ে ফেলেন। এরপর সেখান থেকে শতাধিক মরদেহ বের করে নিয়ে যান।’

গত মঙ্গলবার আল-শিফা হাসপাতালের পরিচালক মোহাম্মদ আবু সালমিয়া বলেন, ‘ইসরায়েলি হামলায় নিহত ১৭৯ জনকে হাসপাতালটির চত্বরে গণকবর দিতে বাধ্য হয়েছেন তারা। এছাড়া হাসপাতালে জ্বালানি শেষ হওয়ার পর চিকিৎসাসেবা না পেয়ে মারা যাওয়া ৭ শিশুসহ ৩৬ জনকেও গণকবর দেওয়া হয়েছে।’

গত মঙ্গলবার (১৪ নভেম্বর) দিবাগত রাত দুইটার দিকে আল শিফা হাসপাতালে অভিযান শুরু করেন ইসরায়েলি সেনারা। হাসপাতালে হামাসের আস্তানা আছে দাবি করে এ অভিযান চালানো হলেও হামাস তা অস্বীকার করে আসছে।

এরপর, গত ১৫ নভেম্বর আল শিফা হাসপাতালের ভেতরে হামলা চালায় ইসরায়েল।

আবু সালমিয়া বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী কাউকে ঢুকতে বা বের হতে না দেয়ায় হাসপাতালটি একটি ‘বড় কারাগার’ এবং ‘গণকবর’ হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, ‘আমাদের কিছুই নেই। জ্বালানি নেই, বিদ্যুৎ নেই, খাবার নেই, পানি নেই। প্রতিমুহূর্তে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। গত তিন দিন ধরে হাসপাতালটি অবরোধ করে রাখা হয়েছে।’

এরপর, শনিবার (১৮ নভেম্বর) হাসপাতালটি এক ঘণ্টার মধ্যে খালি করার নির্দেশ দেয় ইসরায়েলি সেনারা। তাদের এই নির্দেশের পরই ভয়ে ও আতঙ্কে হাসপাতাল ছাড়তে শুরু করে আশ্রিত মানুষগুলো।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এরই মধ্যে আল শিফা হাসপাতালের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। আল্টিমেটামের পর এক ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালটি এখন প্রায় জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। ‘সাদা পতাকা’ হাতে নিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করছেন বেশিরভাগ ফিলিস্তিনি।

গাজা উপত্যকা পুনর্গঠন করবে তুরস্ক

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের নজিরবিহীন হামলায় পুরোপুরি বিধ্বস্ত গাজাকে পুনর্গঠন করতে চায় তুরস্ক। চলমান এই সংঘাতের বিরতি হলে তার দেশ গাজার স্কুল,হাসপাতালসহ অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর পুনর্গঠন করবে বলে জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান।

শনিবার (১৮ নভেম্বর) তুরস্কের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

জার্মানি সফর শেষে নিজ দেশে ফিরে সাংবাদিকদের এরদোগান বলেন, ‘ইসরায়েল গাজায় যে ধ্বংসযজ্ঞ করেছে, যুদ্ধবিরতি হলে সেসব ঠিক করার জন্য আমাদের যা যা করার তা করবো।’

তিনি আরো বলে, ‘আমরা গাজার ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্কুল, হাসপাতাল,পানি ও জ্বালনি ব্যবস্থা পুনর্গঠনের চেষ্টা করবো।’

গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া হামাস- ইসরায়েলের যুদ্ধে ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়িয়েছেন তুরস্ক। ইসরায়েলের বর্বর ও নির্বিচার হামলার নিন্দা জানিয়ে বারবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন এরদোগান।

এমনকি গত শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) জার্মানি সফরে যান এরদোগান। সেখানে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলজের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এরপর এক সংবাদ সম্মেলনে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য জার্মানিকে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানালে তা নাকচ করে দেন জার্মান নেতা। এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনেই বাকবিতণ্ডায় জড়ান দুইজন।

এর আগে গত ২৮ অক্টোবর তুরস্কের ইস্তানবুলে এক বিক্ষোভ সমাবেশে এরদোগান বলেন, তুরস্ক ইসরায়েলকে বিশ্বের সামনে যুদ্ধাপরাধী প্রমাণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে অতর্কিত রকেট হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। এর পাল্টা জবাবে টানা ৪৪ দিন ধরে গাজায় নৃশংস গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা।

সবশেষ শনিবার (১৮ নভেম্বর) হামাস জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় ১২ হাজার ৩০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে পাঁচ হাজারেরও বেশি শিশু। আর নারী তিন হাজার ৩০০ জন। এছাড়াও এখন পর্যন্ত আহত হয়েছেন ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ।

প্রথমবার পৃথিবীর ষষ্ঠ মহাদেশে নামল বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার

আপনজন ডেস্ক: অ্যান্টার্কটিকায় অবতরণ করেছে বোয়িং ৭৮৭ মডেলের একটি উড়োজাহাজ। এই প্রথম কোনো ড্রিমলাইনার পৃথিবীর ষষ্ঠ মহাদেশে অবতরণ করল। ইতিহাস গড়া ঐ ফ্লাইটে থাকা ৪৫ জন যাত্রীই ছিলেন বিজ্ঞানী। নিজেদের সঙ্গে ১২ টন যন্ত্রপাতিও নিয়ে গেছেন তারা। ঐ বিজ্ঞানীরা নরওয়েজিয়ান পোলার ইন্সটিটিউটের সদস্য। তাদের অ্যান্টার্কটিকার কুইন মড ল্যান্ডের ট্রল রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঐ ফ্লাইট বুক করা হয়। বুধবার নর্স আটলান্টিক এয়ারওয়েজের ঐ উড়োজাহাজটি অ্যান্টার্টিকার কুইন মড ল্যান্ডের ট্রল এয়ারফিল্ডে অবতরণ করে। এ ধরনের উড়োজাহাজ মডেল ভেদে ৩৩০ জন পর্যন্ত যাত্রী বহন করতে পারে। সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে অ্যান্টার্কটিকায় ফ্লাইটটির লেগেছে দুইদিন। গত ১৩ নভেম্বর ফ্লাইটটি নরওয়ের রাজধানী অসলো থেকে উড্ডয়ন করে। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে অবতরণ করে। পরে বুধবার রাতে অ্যান্টার্কটিকায় উড়োজাহাজটি

ল্যান্ড করে। নরওয়েজিয়ান পোলার ইন্সটিটিউট বলছে, এই প্রথম এত বড় যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ মহাদেশটিতে অবতরণ করলো। এদিকে ঐ ফ্লাইটের মধ্যস্থতা করেছে এয়ার কানেক্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এয়ার কানেক্টের ড্যানিয়েল ক্যারি বলেছেন, ড্রিমলাইনারের কার্গোয় অনেক জায়গা রয়েছে, তাই এ ধরনের ফ্লাইটের জন্য এ মডেলের বিমান আদর্শ। এ মডেলের উড়োজাহাজের রিফুয়েলিং নিয়েও খুব একটা ভাবতে হয়নি। কেপ টাউন থেকে যাত্রীদের অ্যান্টার্টিকা নামিয়ে দিয়ে আবারো কেপ টাউন ফিরেছে ফ্লাইটটি। অথচ রিফুয়েল করতে হয়নি একবারও।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দ্বিতীয় মেয়াদে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ

আপনজন ডেস্ক: কয়েক সপ্তাহের টালমাটাল পরিস্থিতির পর সমাজতান্ত্রিক নেতা পেদ্রো সানচেজ সংসদে ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। ফলে আরো এক মেয়াদে স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। সংবাদমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, স্পেন থেকে কাতালানদের বের হয়ে যাওয়ার অ্যামনেস্টি চুক্তি ব্যর্থ হওয়ার পর ৩৫০ আসন বিশিষ্ট সংসদে তিনি ৪ আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন। গত জুলাইয়ে কনজারভেটিভ পপুলার পার্টি নির্বাচনে বিজয়ী হয়। কিন্তু দলটির নেতা আলবার্তো নুনেজ ফেইজো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ব্যর্থ হন। পেদ্রো সানচেজ দলের এমপিদের বলেন, অ্যামনেস্টির চুক্তি ক্ষত নিরাময়ে সহায়তা করবে। কিন্তু সরকার গঠন করতে স্বাধীনতার পক্ষপাতী দুই কাতালান দলের ওপর তার নির্ভরতায় বিরোধীরা ক্ষুব্ধ হয়। বিরোধীদের দাবি, তার প্রস্তাবিত ‘অ্যামনেস্টি চুক্তি’ স্পেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্য হুমকিস্বরূপ।

রুশবিরোধী নিষেধাজ্ঞা আরোপ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিতর্ক, হাঙ্গেরির ভেটো

আপনজন ডেস্ক: হাঙ্গেরির জোরালো আপত্তির মুখে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন করে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা স্থগিত করা হয়েছে। মার্কিন নিয়ন্ত্রিত রেডিও ফ্রি ইউরোপ শুক্রবার এই খবর প্রচার করেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতরা বৈঠকে বসেন তবে হাঙ্গেরির আপত্তির মুখে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ক্রিসমাসের আগে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হবে কিনা তা নিয়ে পরিষ্কার কোন ধারণা পাওয়া যায়নি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৮	৫.৫২
যোহর	১১.২৭	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৩	

পাকিস্তানে গাড়িবোমা বিস্ফোরণে নিহত ৩

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে গাড়িবোমা বিস্ফোরণে ৩ জন নিহত হয়েছেন। রোববার বেলুচিস্তানের কেচ জেলার হোশাব শহরে এই ঘটনা ঘটে। খবর ডনের।

কেচের জেলা প্রশাসক হুসাইন জান বালুচ বলেন, ঘটনাটি শহরের হোশাব তাহসিল এলাকায় ঘটেছে। বিস্ফোরণের সময় গাড়িতে ৩ জন যাত্রী ছিল। স্থানীয় প্যারামিলিটারিরা তাদের মরদেহ উদ্ধার করে তুরবাত হাসপাতালে নিয়ে যায়।

বালুচ বলেন, বিস্ফোরণটি মাটিতে পুতে রাখা মাইন থেকে হতে পারে অথবা রাস্তার ধারে থাকা কোনো অত্যাধুনিক বোমা বিস্ফোরণেও হতে পারে। ঘটনার তদন্ত চলছে। পাকিস্তানের এই এলাকার আশেপাশে প্রায়শই বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। গত ১৪ অক্টোবর তুরবাতে অজ্ঞাত বন্দুকধারীর গুলিতে ৬ শ্রমিক নিহত হয়। একই মাসের শুরুতে দেশটির একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার গাড়ি লক্ষ্য করে বিস্ফোরণে তাকে হত্যা করা হয়।

গাজায় জ্বালানি সরবরাহ করেছে মিশর

আপনজন ডেস্ক: মিশর থেকে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় জ্বালানি সরবরাহ করা হয়েছে। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। সংস্থাটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শনিবার গাজায় জ্বালানি সরবরাহ করেছে মিশর। এদিন সংঘাতপূর্ণ গাজায় এক লাখ ২৩ হাজার লিটার (৩২ হাজার ৪৯৩ গ্যালন) জ্বালানি সরবরাহ করা হয়। এর আগে ইসরায়েলের যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রিসভা যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধের পর প্রতি দুই দিন পর পর গাজা উপত্যকায় এক লাখ ৪০ হাজার (৩৭ হাজার গ্যালন) জ্বালানি সরবরাহের অনুমতি দেয়।

আল শিফা হাসপাতাল থেকে ৩০ শিশুকে সরিয়ে নিল ইসরাইল

আপনজন ডেস্ক: গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল শিফা থেকে ৩০টি প্রিম্যাচিউর শিশুকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদ সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মেধাত আব্বাস বলেছেন, তাদের আগের দিন সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। শনিবার ইসরাইলি বাহিনী আল-শিফা হাসপাতালের ডাক্তার, রোগী ও বাস্তুচ্যুত লোকদের মেডিক্যাল কম্পাউন্ড খালি করার নির্দেশ দেয়। ডাক্তার ও ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা বলেন, তাদের কয়েকজনকে বন্দুকের মুখে চলে যেতে বাধ্য করে। এদিকে, ফিলিস্তিনি বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড দিতে নতুন খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসরাইলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বিন গভির। খসড়াটি সোমবার ইসরাইলের পার্লামেন্ট নেসেটে প্রথমবারের মতো পাঠ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। শনিবার (১৮ নভেম্বর) তিনি এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বলে আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। ইতামার বিন গভির বলেন, ফিলিস্তিনি বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড দিতে নতুন খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়েছে। সোমবার খসড়া আইনটি পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো পাঠ হবে। সেখানে আইনটির বৈধতা নিয়ে আলোচনা হবে।

গাজাবাসীর জন্য অর্ধমিলিয়ন দিনার সংগ্রহ করল কুয়েত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজাবাসীর জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ আর্থিক সহায়তা সংগ্রহে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কুয়েত। এরই অংশ হিসেবে দেশজুড়ে ‘কুল্লুনা গাজ্জাহ’ বা ‘আমরা সবাই গাজা’ শীর্ষক তহবিল সংগ্রহের পুরো কার্যক্রম কিউআর কোডের মাধ্যমে চলছে। কুয়েত সিটির সাফাত স্কয়ারে আল-সালাম অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে চলছে এই কার্যক্রম। বড় বড় অক্ষরে রক্তিম বর্ণে জ্বলে উঠছে সেখানকার টাওয়ারগুলো। সহায়তা তহবিলে নিজেদের লভ্যাংশ দিয়ে অংশ নিচ্ছে ৮০টির বেশি কম্পানি, কারখানা, হোটেলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারীরা। গতকাল পর্যন্ত এই অভিযানে আট লাখ কুয়েতি দিনারের বেশি অর্থ সংগৃহীত হয় বলে জানা গেছে।

আল-সালামের চেয়ারম্যান ড. নাবিল আল-আউন বলেছেন, ‘এক

মাস ধরে ‘কুল্লুনা গাজ্জাহ’ তহবিল সংগ্রহের অভিযান চলছে। আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের সংগৃহীত অর্থ দিয়ে ২১টি বিমানে ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছি। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দাতব্য সংস্থার সহযোগিতায় আটটি বিমানে উচ্চমানের সামগ্রী পাঠানো হয়েছে। তাতে খাদ্য ও শীতবস্ত্রসহ সৌরশক্তিচালিত অ্যাম্বুল্যান্স, রেফ্রিজারেটর, বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও উন্নতমানের সামগ্রী রয়েছে। তা ছাড়া অনুমোদিত বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে আমরা গাজায় খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ অব্যাহত রেখেছি।’

প্রথম নজর

চাষের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক কৃষকের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: চাষের জমিতে বিদ্যুৎপৃষ্ট মৃত্যু এক কৃষকের। চাষের জমিতে এক চাষীর বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়।শুধু চাষী নয় বিদ্যুতের ছেঁড়া তারে মৃত্যু হয় একটি প্রাণীর।ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।ঘটনাটি এদিন শান্তিপুর বেলঘড়িয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ঘোড়ালিয়া পালপাড়ার নরসিংহ নগর গ্রামের।জানা যায় মৃত চাষীর নাম বিশ্বনাথ বিশ্বাস,বয়স আনুমানিক ৬৯ বছর,বাড়ি ঘোড়ালিয়া গঙ্গা রাস্তা এলাকায়। মৃতের ছোট ভাই অজয় বিশ্বাস বলেন,গরু জন্য ঘাস কাটতে মাঠে এসছি বাড়ি খবর যায় বিদ্যুৎপৃষ্ট মৃত্যু হয়ছে। রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ ওই চাষের জমিতে ঘাস কাটতে যায় বিশ্বনাথ বিশ্বাস। এরপর অজান্তেই মাটিতে পড়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারে হাত দিয়ে ফেলে,ঘটনাস্থলে ছুটে আসে অন্যান্য কৃষকরা এরপর খবর দেয় শান্তিপুর থানার পুলিশকে।পুলিশ গিয়ে দেখে ওই ব্যক্তির হাতে তার জড়িয়ে রয়েছে, যদিও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই চাষীর। তবে পাশেই মাটিতে পড়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে একটি বেজি। স্থানীয় বাসিন্দা অক্ষয় কুমার বলেন,সকালে হয়তো কোন কারণবশত তার ছিড়ে মাটিতে পড়ে যায়, আর না খেয়াল করার জন্যই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ওই পঞ্চায়েতের প্রধান বর্ণালী বর্মন।

ইন্দিরা স্মরণ বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন পালিত হল বোলপুর শহর ও ব্লক কংগ্রেসের কার্যালয়। এই দিনটি যথাযথ মর্যাদাপূর্ণ ভাবে পালন করলেন কংগ্রেস কর্মীরা। তারা জানান আজকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন খুশির দিন তাই তারা তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া ইন্দিরা গান্ধীর আদর্শ নীতি কথা তুলে ধরেন কংগ্রেস কর্মীরা।

বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: দুপুরের পর থেকে বাড়িতে বসে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল ক্রিকেট ম্যাচ দেখছিলেন বেলডাঙ্গা থানার বড়ুয়া এলাকার বাসিন্দা সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৯)। ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা আউট হয়, তারপর বেশ কয়েকটা ভারতের উইকেট পড়তে থাকে। শেষ ভরসা ছিল বিরাট কোহলি, কিন্তু অর্ধশত রান করার পর সেও আউট হয়ে যায়। অস্থির হয়ে ঘর থেকে ছাদে যান ওই বৃদ্ধ। তারপর থেকেই বুকে ব্যথা শুরু হয় ওই বৃদ্ধের, অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাকে তড়িঘড়ি বাড়ির লোকজন স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান চিকিৎসকদের। তার স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কয়েকদিন ধরে শুধু ফাইনাল ম্যাচের কথা বলছিলেন। ভারতের উইকেট পড়তে থাকায় ভীষণভাবে ঘামতে শুরু করেন আমার স্বামী। বিরাট কোহলি আউট হওয়ার পর ছাদে গিয়ে হঠাৎই অজ্ঞান হয়ে যান, সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে মারা যান তিনি।'

বনগাঁ পৌরসভার উদ্যোগে পুরবাসীর জন্য কার্ডিয়াক ক্যাম্প

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: বনগাঁ পৌরসভার উদ্যোগে ফ্রি 'কার্ডিয়াক ক্যাম্প' অনুষ্ঠিত হল নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহে। মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হসপিটালের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত ওই ক্যাম্প থেকে দুই শতাধিক বনগাঁবাসীকে পরিষেবা প্রদান করা হয়। রবিবার কার্ডিয়াক ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র কার্ডিয়াক সার্জেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ কুণাল সরকার সহ তাঁর সহকর্মীরা। জানা গিয়েছে বুকে ব্যাথা, হার্ট ফেলিওর, হার্ট অ্যাটাক, হাঁটাচলা করতে শ্বাসকষ্ট, অনিয়মিত হার্টবিট, হার্ট ভালভের সমস্যা, মাথা ঘোরা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, হার্ট বাইপাস সার্জারি ইত্যাদি সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের পরামর্শ এবং চিকিৎসা পরিষেবা দিতে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ কুণাল সরকার। তিনি এ দিন স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দিয়ে হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে, রক্তচাপ কমাতে বিভিন্ন পরামর্শ দেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সাথী কার্ড-এর পরিষেবা নিয়েও সাধারণ মানুষকে অবগত করেন পৌর নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে বনগাঁ পৌরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে বনগাঁবাসী। সিনিয়র কার্ডিয়াক সার্জেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ কুণাল সরকারকে হাতের নাগালে পেয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে ভিড় জমান বনগাঁর মানুষজন। এ বিষয়ে বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, 'পৌরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ভাবনা যদি না থাকে তবে তা পরিষেবার ক্ষেত্রে অঙ্গহানির মতো। পৌর নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে বনগাঁ পৌরসভা সর্বদা বনগাঁবাসীর পাশে আছি।' প্রসঙ্গত স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ পৌরসভার একাধিক উদ্যোগ ইতিমধ্যেই জেলায় নজির সৃষ্টি করেছে। পৌরসভার পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা রোগী দেখার পাশাপাশি ইউএসজি, সিটি স্ক্যানের মতো বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পান বনগাঁর মানুষজন, ন্যূনতম ব্যয় এই পরিষেবা পান বনগাঁবাসী।

মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের সময় জলসা বন্ধের আর্জি বিদ্বজ্জনদের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: গ্রামে গ্রামে একশ্রেণীর মানুষ ধর্মীয় জলসার আয়োজন করেন। এতে মুসলিমদের সব শ্রেণির মানুষই অংশগ্রহণ করেন। বেশরভাগ সময় দেখা যায় মুসলিম সমাজের মানুষের কাছ থেকে চাঁদা উঠিয়ে ভালো ভালো কথা শোনার জন্য ও ধর্মীয় কথা শুনে সওয়াব হাসিল করার জন্য এই ধর্মীয় জলসাগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এক এক জায়গা থেকে বড় বড় বক্তা এনে তাদের পিছনে কুড়ি হাজার, ত্রিশ হাজার এমনকি পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত টাকা দিয়ে সেই বক্তাদের নিয়ে রাতভর জলসা করা হয়। এই জলসা কে কেন্দ্র করে গ্রামে গ্রামে এক উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়। পশ্চিমবাংলায় মুসলিমদের চাকরি-বাকরির অবস্থা খুবই খারাপ । দুই শতাংশের নিচে সরকারি চাকরিতে নেমে গেছে মুসলিমদের সংখ্যা । বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে যেমন পুলিশ প্রশাসন , কোর্ট কাছারি , অফিসে,আদালতে ,স্কুল, কলেজ ,বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা দূরবীন দিয়ে দেখতে হয় ।এই অবস্থায় মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় ধর্মীয় জলসা মুসলিম ছেলে মেয়েদের পরীক্ষার রেজাল্ট এ প্রভাব পড়ে । বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টর রমজান আলি বলেন ধর্মীয় জলসা হোক তবে অন্য সময়ে ।
অনেকে আরো চাইছেন ধর্মীয় জলসা হোক কিন্তু মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় নয়। পরীক্ষার সময় প্রশাসনিক ভাবে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় জোরে মাইক বাজানো অন্যান্য জিনিস নিষিদ্ধ থাকে। কিন্তু ধর্মীয় কারণে অনেক সময় এই বিধি নিষেধ শিথিল করা হয়। এর ফলে সমাজের একশ্রেণীর ছাত্রদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরীক্ষার সময় ছাত্র ছাত্রীরা সঠিক ভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন না আবার গ্রামের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন না এই দোলা চালে তাদের পড়াশোনা অনেক ক্ষতি হয়।

সুদ-মদ-জুয়া ও ঘুষের বিরুদ্ধে সেমিনার ওয়েলফেয়ার পার্টির

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● কলকাতা

আপনজন: ওয়েলফেয়ার পার্টি অব ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন গণসংগঠনগুলোর দায়িত্বশীলদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। একাদেমি অব ফাইন আর্টস-এর সভাঘরে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের আলোচনা সভা। শনিবার দুপুর ২ টায় শুরু হয় আলোচনা সভাটি। এদিন বক্তব্য দিতে গিয়ে মনসা সেন বলেন,"চাই সুদ মুক্ত অর্থনীতি, মদ মুক্ত দেশ, জুয়া মুক্ত জনজীবন, ঘুষ মুক্ত পরিবেশ" শীর্ষক শ্লোগানকে সামনে রেখে সারা রাজ্যে ওয়েলফেয়ার পার্টি ২ মাস ধরে বিক্ষোভ অভিযান পরিচালনা করছে।" ডাক্তার রইসুদ্দিন সমাপ্ত ভাষণে বলেন, "দারিদ্র্য, বেকারত্ব জর্জরিত বৃহত্তর সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে টেনে আনতে আজ সমাজের চিন্তাশীল ও সমাজদরদি ব্যক্তিবর্গকেই এগিয়ে আসতে হবে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন ওয়েলফেয়ার পার্টির সর্ব ভারতীয় সভাপতি ডাক্তার রইসুদ্দিন। আলোচনা সভাটি পরিচালনা করেন পার্টির রাজ্য সহ সভাপতি মির্জা নুরুল হাসান। সভার শুরুতে বক্তব্য রাখেন ওয়েলফেয়ার পার্টির রাজ্য সভাপতি মনসা সেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস, সারোয়ার হাসান, মোক্তার হোসেন মন্ডল প্রমুখ।

মোহরের প্রলোভন ও ধর্মীয় ভয় দেখিয়ে তিন লক্ষ টাকা প্রতারণা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: প্রতারণার নতুন ফাঁদ। জিনের নাম করে গভীর রাতে ফোন, প্রথমে সাত ঘড়া মোহরের প্রলোভন ও পরে ধর্মীয় ভয় দেখিয়ে প্রতারণা প্রায় তিন লক্ষ টাকা। গভীর রাতে অজানা নম্বর থেকে ফোন। নিজেকে জিন পরিচয় দিয়ে প্রথমে সাত ঘড়া মোহর, মনি মানিক্য পৌঁছে দেওয়ার প্রলোভন ও পরে ধর্মীয় ভয় দেখিয়ে ধাপে ধাপে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা প্রতারণা। সর্বস্বান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতারিত রাজমিস্ত্রী হাজির হলেন সাইবার ক্রাইম থানায়। ঘটনা বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের শ্যামনগর গ্রামের।
ওন্দা ব্লকের শ্যামনগর গ্রামের পেশায় রাজমিস্ত্রী আমিনুদ্দিন মন্ডল সামান্য রোজগারে কোনোক্রমে সংসার চালান। এমনিতে ধর্মপ্রাণ আমিনুদ্দিন মন্ডলের কাছে অক্টোবরের শেষ দিকে গভীর রাতে একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন আসে। এত গভীর রাতে ফোন দেখে অবাক হন আমিনুদ্দিন। হতবাক হওয়ার তখনো বাকি। ফোন ধরতেই ফোনের অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে জিন (অশরীরী) হিসাবে পরিচয় দিয়ে জানায় আল্লাহর নির্দেশে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি বিশেষ জায়গায় মনি মানিক্য, হিরে, জহরত ও সোনা দানা ভর্তি সাত ঘড়া ধন রাখা আছে। বাদশার নেতৃত্বে তিন হাজার তিনশো পয়ষট্টি জন জিন সেই ধন সম্পদ পাহারা দিচ্ছে। সম্প্রতি এলাকাটি অপবিত্র করে দিচ্ছে একদল লোক। তাই আল্লাহর নির্দেশ দ্রুত সেই সম্পদ সরিয়ে তা তুলে দিতে হবে কোনো ধর্মপ্রাণ মানুষের হাতে। সেক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসাবে আল্লাহ আমিনুদ্দিনকেই নির্বাচন করেছেন। ফোনে এমন প্রস্তাব শুনে হকচকিয়ে যান আমিনুদ্দিন। এরপর থেকে প্রায়ই মাঝরাতে ফোন আসতে শুরু করে আমিনুদ্দিনের কাছে । শেষ পর্যন্ত আমিনুদ্দিন বিশ্বাসও করে ফেলে। এরপর জিন নির্দিষ্ট একটি দিনে সেই ধন সম্পদ আমিনুদ্দিনের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা জানায়। শেষ মুহূর্তে জিন জানায় আমিনুদ্দিনের বাড়িতে বাস্তু দোষ থাকায় সেই সম্পদ পৌঁছানো যাচ্ছে না। বাস্তু দোষ কাটাতে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার পালনের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি ধাপে ধাপে আমিনুদ্দিনের কাছে অনলাইনে টাকা চাইতে থাকে জিন। দেখানো হয় ধর্মের ভয়ও। আমিনুদ্দিনের দাবী প্রথমে জিনের প্রলোভনে পা দিয়ে এবং পরে ভয়ে ধার দেনা করে ধাপে ধাপে কখনো অনলাইনে আবার কখনো বিভিন্ন ওয়ালেটের মাধ্যমে জিনের কাছে মোট ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫০০ টাকা পাঠায় আমিনুদ্দিন। এরপর আমিনুদ্দিন বুঝতে পারেন তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এরপরই বাঁকুড়া সাইবার থানায় দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ দায়ের করেন আমিনুদ্দিন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উরসেকুল ও সম্প্রীতির মেলা বাগনানে

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন:হযরত মাওলানা সুফী মুফতি আজানগাছী(রহঃ)র পবিত্র বাৎসরিক উরসেকুল অনুষ্ঠিত হল বাগনান কাছারীপাড়া ফুটবল মাঠে।হাক্কানী আঞ্জুমান সংগঠনের সদস্য মুন্সি বাসার হাফী জানান, বর্তমান সময়ে ধর্মীয় হানাহানি, অত্যাচারিত,লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন বহু মানুষ, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের মূল স্রোতে ফেরানোর উদ্দেশ্যেই এই ধরনের অনুষ্ঠান গোটা বিশ্বব্যাপী চলছে,বাগনানেও এই কর্মসূচি যথেষ্টই সফল হয়েছে বলে আমরা আশাবাদী।সম্প্রীতির মেলায় বহু মানুষের সমাগম হয়।

ছট পূজাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ধূপগুড়ি শহরে

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: ছট পূজাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ধূপগুড়িতে। শহরের মাঝখানে কুমলাই নদীর ছট ঘাটে ঘটে ঘটনাটি।
পূজার স্থান নিয়ে নদীর ঘাটে কিছু মানুষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাস্থল ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। জানা গেছে, এই সময় ঘাটে আসেন পৌরসভার প্রশাসক মন্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ সিং। তিনি এবং তার অনুগামীরা বিবাদমান এক পক্ষের সমর্থনে কথা বলেন আর তাতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ ভাইস চেয়ারম্যান তৃনমুলের জেলা সম্পাদক রাজেশ সিং নিজেই আঙ্গুল তুলে হুমকি দেন এবং মারধর করেন। পুরুষ মহিলারা সবাই ভাইস চেয়ারম্যান কে ঘিরে রেখে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে পুলিশ এসে থামানোর চেষ্টা করলে তাদেরকেও হেনস্থা করা হয়। পুলিশ ভাইস চেয়ারম্যানকে বের করে আনতে সক্ষম হলেও উত্তেজনা ছড়াতেই থাকে। এই দৃশ্য দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ভাইরাল হলে আরও অনেক মানুষ ঘাটে আসেন। পুলিশ নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেয় ঘাটে।
পূজা দিতে আসা মানুষের অভিযোগ, ঘাটের জায়গা আগে থেকেই কিছু যুবক দখল করে রেখে চরা দামে জিনিসপত্র বিক্রি করা শুরু করে। এতে সাধারণ মানুষ বিপদে পরেন।
মহিলারাও অভিযোগ করে বলেন এভাবে আমাদের পক্ষে পূজার রীতি পালন করতে অসুবিধা হয়। পৌরসভার পক্ষ থেকে ঘাট নিয়ন্ত্রণ না করার ফলে এবং আগে থেকে পুলিশের নজরদারি না করার ফলে এই ঘটনা হচ্ছে।

তৃণমূলের মালদা জেলা শীর্ষ নেতৃত্বকে সংবর্ধনা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: কয়েকদিন আগে পুনরায় মালদা জেলায় নির্বাচিত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী এবং চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি। মালদার রতুয়া ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদেরকে রবিবার ব্লক প্রাঙ্গণের মানিকজা ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জানানো হলো। উপস্থিত ছিলেন ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রকিবুল হক, ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সুব্রত কর্মকার এছাড়াও ব্লকের আটটি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীগণ। এই সভা থেকে আগামী লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের রূপরেখা তৈরি হবে বলে মনে করছেন দলের অন্দরমহল। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আমাকে এবং সমর বাবুকে দিদি পুনরায় সভাপতি ও চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত করেছেন। আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথেষ্ট নিষ্ঠার সহিত পালন করব। আগামী লোকসভা নির্বাচনে মালদার দুটি আসন আমরা জিতে দিদিকে উপহার দিতে চাই। দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোন জায়গা নেই। আমরা সবাইকে একসাথে নিয়েই চলি।

আইএমএ -এর স্বাস্থ্য শিবির

নুরুল ইসলাম খান ● মথুরাপুর

আপনজন: 'আও গাঁও চলে' এই প্রকল্প কে বাস্তবায়ন করতে রবিবার ইনডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন রাজ্য খিদিরপুর শাখার উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের গুনজিপুরে একটি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।এলাকার ১০০০হাজারের বেশি গরিব মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার হয়। বিশেষ করে চক্ষু পরীক্ষাও করা হয় এই শিবিরে। বিশিস্ট চিকিৎসক ও রেনুকা আই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় শিবিরটি সমৃদ্ধ হয়। প্রাক্তন বিধায়ক চিকিৎসক এম এ কাশেম মোল্লা, কলকাতার শেরিফ চিকিৎসক স্বপন কুমার সেন, বিধায়ক জয়দেব হালদার, চিকিৎসক শাকিল আখতার, চিকিৎসক মইনুল হোসেন, চিকিৎসক এম এন হক ছাড়াও কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসকরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিন পালন সিউড়িতে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রবিবার ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ১০৬ তম জন্ম দিবস দেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযথ ভাবে পালিত হয়।অনুরূপ বীরভূম জেলা আই এন টি ইউ সি র পক্ষ থেকেও দিনটি নানান কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করেন। এই উপলক্ষে সিউড়ির মসজিদ মোড়ে ইন্দ্রিরা গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি তথা প্রদেশ আই এন টি ইউ সির সহ সভাপতি মৃনাল কান্তি বসু।এছাড়াও ছিলেন জেলা কার্যকরী সভাপতি পুলক রায়, সিউড়ি শহর কংগ্রেসের সহ সভাপতি জুয়েল সেখ,জামাল আহমেদ,প্রসেনজিৎ সেন,নিত্য হরি চ্যাটার্জি, বিশিষ্ট সমাজসেবী রেখা রায়,তৎসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ। এদিন উক্ত স্থানে পথসভায় ইন্দিরা গান্ধীর দেশের জন্য ভাবনা,তাঁর রাজনৈতিক কার্যকাল,জীবন আদর্শ,দেশের জন্য তাঁর জীবন বলিদান সহ বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা হয় বক্তব্যের মাধ্যমে।উল্লেখ্য ইন্দিরা গান্ধী একমাত্র দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী।

কন্টেনারের পিছনে ধাক্কা গাড়ির

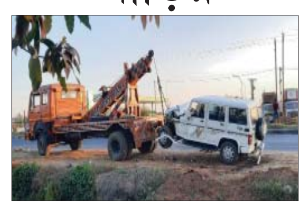

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির গলিগ্রামের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কন্টেনার গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারল একটি চারচাকা গাড়ি। ঘটনায় আহত হয়েছেন চারচাকায় থাকা এক মহিলা সহ মোট ৩ জন। স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, এদিন বিকালে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বর্ধমান অভিমুখে দাঁড়িয়ে ছিল একটি কন্টেনার গাড়ি। চালক পাশের একটি হোটেলে খাবার খেতে ঢুকেছিলেন। ওই সময় দূর্গাপুরের দিক থেকে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল চারচাকা গাড়িটি। গলিগ্রামের কাছে আসতেই নিয়ন্ত্রণ হারান চারচাকার চালক। এরপরই সজোরে কন্টেনারের পিছনে ধাক্কা মারে চারচাকাটি।
ঘটনায় জখম হন চারচাকার চালক ও এক মহিলা সহ আর এক আরোহী। পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় চারচাকা গাড়িটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গলসি থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায় পুলিশ।

ছট-এ অ্যাম্বুলেন্সের সুচনা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: এলাকার মানুষের সুবিধার্থে রবিবার ছট পুজোর দিন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলসীহাটা মার্কেটে ছট ঘাটে এম্বুলেন্স ও সোলার হাইমাস্ট লাইটের শুভ উদ্বোধন করলেন চাঁচল বিধান সভার বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ।এদিন শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্যা মার্জিনা খাতুন ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা। এছাড়াও এদিন ছোট ঘাট পরিদর্শনে আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের বিডিও সোমেন মন্ডল।বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ জানান,কুশিদা ও বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য এদিন একটি করে দুটি এম্বুলেন্স প্রদান করা হয়।তুলসীহাটা ও রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য পরবর্তী সময়ে এম্বুলেন্স দেওয়া হবে।এছাড়া এদিন তুলসীহাটা ছট ঘাটে দুটি সোলার হাইমাস্ট লাইটের শুভ উদ্বোধন করা হয়।তিনি আরো জানান,ছয় মাস পূর্বে এই ছট ঘাট নির্মাণের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দে ছট ঘাটে কাজ শুরু হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

প্রথম নজর

আইএসএফের চরম সমালোচনায় কর্মাধ্যক্ষ এ কে এম ফারহাদ

মনিরুজ্জামান ● হাসনাবাদ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হাসনাবাদ ব্লকের বীণাপাণি কল্যাণ সমিতির পরিচালনায় এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি একেএম ফারহাদ, হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুল ইসলাম গাজী,জেলা পরিষদ সদস্য সৌরেন্দ্রনাথ পাল,তাপস ঘোষ, গৌতম সাহা, সাদিক মোস্তফা,পলাশ সরকার, মনিয়ারা সাহা সহ স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজকর্মীগণ ও এলাকাবাসী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সৌমিক সাহা ও সালমান।

সেই অনুষ্ঠানে রাজ্যের নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ঢঙে নওশাদ সিদ্দিকীর আইএসএফকে ভোট কাটোয়া বলে কটাক্ষ করলেন জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ। তিনি বলেন, কংগ্রেস, বিজেপি, আইএসএফ এর মতো ভোট কাটোয়া দলগুলো সিজনের ফল। এদের জন্য সরাম্প্রদায়িক বিজেপির বাড়বাড়ন্ত হবে। এদের হাত ধরেই বিজেপি বেড়ে উঠছে। তাই এদের প্রতি বাংলার মানুষের কোনও আশা ভরসা নেই। তাই মা মাটি মানুষের দলকে শক্তিশালী করতে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস সাধুবাদ যোগ্য। তিনি আরও বলেন, সামাজিক সংগঠনগুলোকে বাংলার জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছেন তা দেশের মধ্যে নজিরবিহীন।

সেই সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটে জেলা কংগ্রেস সভাপতি হাজী সেখ নুরুল ইসলাম সহ বলিষ্ঠ নেতৃত্বের নির্দেশে অত্যন্ত সুন্দরভাবে কাজ পরিচালিত হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উত্তর শালিগড়িয়ায় একতা সংঘের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের যুগদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর শালিগড়িয়া একতা সংঘের পরিচালনায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠান হয়। এই রক্তদান শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে ১২০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা রক্তের সংকট ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যার্থে রক্তদান শিবির শালিগড়িয়া একতা সংঘের।

উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মোঃ আসাদুল শেখ, যুগদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিমাংশু সরদার, উপপ্রধান শাহানুর মোল্লা, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হামিদা বিবি ,পঞ্চায়েত সদস্য নাজিয়া গাজী, প্রাক্তন প্রধান জাফর আলী মোল্লা, বিশিষ্ট সমাজসেবী আমিনুদ্দিন মিদ্দে, সমাজসেবী আবুল কালাম মোল্লা, সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ডা. আমির আহমেদ। একতা সংঘের সম্পাদক মুরশিদুল আরেফিন বলেন, আমরা প্রতিবছর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকি, এ বছরে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের প্রথম বছর, বেলা বারোটার মধ্যে ১২০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেছেন, প্রচুর রক্তদাতা ফিরে গিয়েছে ।এই অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকার মহিলাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। উপস্থিত ছিলেন ক্লাব কর্তা রেজাউল মালি, আব্দুল হক মঞ্জুর, কারিব গাজী, মধু গাজীসহ ক্লাব সদস্যরা অনেকেই।

ছট পুজোয় কুমির!

আপনজন: *রবিবার বিকেল থেকে শুরু হয়েছে ছট পুজোর তিথি। সোমবার সকালেও ছট পুজো চলবে। তারমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগের আমানিগঞ্জ ঘাটে দেখা মেলে কুমিরের। সূত্রের খবর, পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্স ঘাটে ঘাটে টহলদারি করার সময় লালবাগের আমানিগঞ্জ ঘাটে হঠাৎই একটি কুমির দেখতে পায় তারা। ছট পুজোর মধ্যে ভাগীরথী নদীতে কুমির দেখতে পাওয়ায় আবারো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মধ্যে। ছবি ও তথ্য: সারিউল ইসলাম*

৫০ তম জন্মদিনে ৫০ তথ্যচিত্র নির্মাতাকে নিয়ে মনোজ্ঞ সংবর্ধনা

আলম সেখ ● আপনজন

আপনজন: গতকাল নিজের ৫০ তম জন্ম বার্ষিকীতে সংবর্ধিত হলেন চিত্রকার মুজিবুর রহমান। দা বেঙ্গল সিনে সোসাইটি উদ্যোগে দা ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও উদযাপন করা হয় মুজিবুর রহমানের সাফল্য। মুজিবুর রহমানের জীবন যাত্রার কাহিনী শুনিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান, বরণ করে নেওয়া হয় অতিথিদের, হাতে তুলে দেওয়া হয় মুজিবুর রহমানের সাফল্যকে ঘিরে তৈরি হওয়া সংবর্ধনা - পঞ্চাশ বছর পূর্ণ পঞ্চাশটি তথ্যচিত্র সম্পূর্ণ, যার উদ্যোক্তা বেঙ্গল সিনে সোসাইটি। সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড: কে. এ মহিত তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন - চলচ্চিত্র গুণগত মান ও শিল্পকে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দা বেঙ্গল সিনে সোসাইটি নানান ভূমিকা নিয়ে থাকেন ২০২৩ সালের ভূমিকা ছিল তথ্যচিত্রের উপর, তাই তথ্যচিত্র জগতের সাথে জড়িত সমস্ত চিত্রকারের মধ্যে থেকে আমাদের নির্বাচন কমিটি বেছে নেন মুজিবুর রহমানকে। মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে মুর্শিদাবাদের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, ছোটো বেলা থেকেই নাট্যকার হওয়ার সপ্ন দেখেন কিন্তু রাজ্য সরকারের ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স করার পর ১৯৯৭ সালে টিউশনের ২৫০০ টাকা নিয়ে মুম্বই পাড়ি দেন তারপর শুরু হয় মুজিবুর রহমানের সাফল্যের সিঁড়ি, ২০০৭ সালে কলকাতায় ফিরে সম্পূর্ণ নিজের পরিচালনায় মুন্সি প্রেমচাঁদকে নিয়ে তথ্যচিত্র প্রকাশ করেন, শুরু হয় তথ্যচিত্র জগতের এই অধ্যায়। বেগম রোকেয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এই রকম ৫০ টি তথ্যচিত্র প্রকাশ করেন মুজিবুর রহমান, জালিয়ানওয়ালাবাগ, পলাশীর যুদ্ধের চক্রান্তে নিয়ে তৈরি করেন তথ্যচিত্র যেন বাস্তব ফুটে উঠেছে সেই ঘটনা, যেটি ২০২৪ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্থান পেয়েছে, এছাড়াও তিনি মুজিবুর রহমানের অসংখ্য তথ্যচিত্র নিয়ে বিস্তারিত বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে নিয়ে তৈরি হওয়া তথ্যচিত্র যাদবপুর ইউনিভার্সিটি সহ আন্তর্জাতিক জায়গায় স্থান পেয়েছে।

যুক্তরাজ্য থেকে আগত এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক নিল ফ্রেজার ও এডিনবার্গ নেপিয়ার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক বাশাবি ফ্রেজার অনুষ্ঠানে আসতে পেরে নিজেদের গর্বিত মনে করেন, মুজিবুরের প্রশংসায় অধ্যাপক বাশাবি ফ্রেজার বলেন রবীন্দ্রনাথ কে নিয়ে করা তথ্যচিত্র আন্তর্জাতিক জায়গায় স্থান অধিকার করে, এডিনবার্গ নেপিয়ার ইউনিভার্সিটিতে সেটি দেখানো হয় অতিথি আসেন কানাডা, জাপান থেকে। মুজিবুরের প্রশংসায় সভাকে মুখরিত করেন কলম পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান। তিনি বলেন, মুজিবুর যেই সময়ে মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছে সেই সময়ে টিকে থাকাও মুস্কিলকর ছিল কিন্তু সে তার মনের জোরে সক্ষম হয়েছে আমরাও তার নানান কাজে যুক্ত থেকেছি। এছাড়াও তিনি ভারতবর্ষের বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তৃতা দেন, মানুষকে আজ মানুষের দৃষ্টিতে দেখা হয় না ধর্মের দৃষ্টিতে দেখা হয় তাই ধ্বংসের পথে চলে যাওয়া ভারতবর্ষকে স্বপ্নের ভারত গড়তে মুজিবুর ভূমিকা নেবে এই আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

সকলের থেকে প্রশংসিত হয়ে মুজিবুর অশ্রু ভেজা নয়নে তাঁর জীবনের দুঃখজনক ঘটনা গুলো বর্ননা করেন কিভাবে তিনি তাঁর পিতাকে কষ্ট দিয়েছেন, পরিবারের পাশে না দাঁড়িয়ে নিজের সপ্ন পূরণের লক্ষে মুম্বই চলে গেছেন, বিপদে কাকে পাশে পেয়েছেন, কারা কাজে সহযোগিতা করেছে সব কিছুই উল্লেখ্য করে একটাই দাবি করেন মুজিবুর রহমান। আমার জীবনে একটাই লক্ষ্য, জীবনের শেষ পর্যন্ত ও মৃত্যুর পরেও আমার নাম যেনো থাকে ফিল্মওয়ালা। তিনি উপস্থিত নতুন গতির সম্পাদক এমদাদুল হক নূর সাহেব কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন "২০০৩ সালে নূর সাহেব আমাকে নিয়ে সর্বপ্রথম লিখেছেন, সমাজের নজরে পরিচয় করিয়েছেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, লেখক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সমাজকর্মীদের সম্মুখে মুজিবুর সেই সমস্ত ব্যক্তির নাম নেন যারা ওনার পাশে থেকেছেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী হাজী মুহাম্মদ খলিল, অধ্যাপক আমজেদ হোসেন, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী মুন্সী আবুল কাসেম, আমানত ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শাহ আলম, লেখক আলিমুজ্জামান, প্রাক্তন ডব্লুবিসিএস অফিসার ইনাস উদ্দিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন প্রফেসর সুজিত বোস প্রাক্তন ভিসি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুষ্ঠানের সহযোগী আয়োজক সংস্থা হিসেবে ছিলেন দা বেঙ্গল প্রফেশনালস, বেঙ্গল এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, অল বেঙ্গল হোমিওপ্যাথি ডক্টরস ফোরাম ও হাসান মির্জা চেরিটেবল ট্রাস্ট। এদিন বেঙ্গল এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের তরফেও সংবর্ধনা দেওয়া হয় মুজিবুর রহমানকে।

পল্লিকবির কলকাতার বাড়িতে 'কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটি'

সম্প্রীতি মোল্লা ● কলকাতা

আপনজন: বাঙালির কাছে "বাড়ি আমার ভাঙ্গন ধরা অজয় নদের বাঁকে, জল যেখানে সোহাগ করে স্থল কে ঘিরে রাখে' কবিতার লাইন অত্যন্ত পরিচিত। প্রতি বছর ৩ রা মার্চ পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের কোগ্রামে পল্লিকবির বসতভিটা মধুকর প্রাঙ্গণে কুমুদ সাহিত্য মেলা হয়ে থাকে।টানা ১৩ বছর এই সাহিত্য বিষয়ক মেলার আয়োজন করে আসছেন সাংবাদিক মোল্লা জসিমউদ্দিন ও তাঁর সহৃদয় বন্ধুরা। পল্লিকবির কলকাতার লেকটাউনে বংশধরদের বাড়িরও নাম 'মধুকর'। এই বাড়ি জজসাহেবের বাড়ি হিসাবেও পরিচিত। কেননা কবির নাতি সুধেন্দ্রনাথ মল্লিক ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। তিনি নিম্ন আদালতে দীর্ঘদিন বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। সম্প্রতি তিনি কলকাতার বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। গত সপ্তাহে প্রয়াত বিচারপতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে এবং আসন্ন কুমুদ সাহিত্য মেলার প্রাক প্রস্তুতি নিতে লেকটাউনে গিয়েছিল কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটি। কমিটির সম্পাদক মোল্লা জসিমউদ্দিন, কোর কমিটির অন্যতম তিন সদস্য জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বৈদূর্য ঘোষাল এবং মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই সভায়। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের ফৌজদারি বিশেষজ্ঞ আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় গতবারের 'কুমুদ সাহিত্য রত্ন' সম্মান পেয়েছিলেন। আসন্ন কুমুদ সাহিত্য মেলায় রত্ন সম্মান এবং অতিথিদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জি, সঙ্গীত পরিচালক অশোক রুদ্র, সাহিত্যিক আরণ্যক বসু, মঙ্গলকোটের জনপ্রিয় বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী, লোকসংস্কৃতি গবেষক আইপিএস সুখেন্দু হীরা, পার্থ চৌধুরী, অরুপ লাহা, রফিকউদ্দিন, মোল্লা শফিকুল ইসলাম (সাংবাদিক), সমাজকর্মী প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য, বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের শ্যামল ঘটক, কলকাতা হাইকোর্টের এজিপি আনসার মন্ডল প্রমুখ।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার স্বাস্থ্য সামগ্রী বিলি কিশোরীদের

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: জবালা অ্যাকশন রিসার্চ অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে একটি হেল্থ সাপোর্ট প্রোগ্রাম এর আয়োজন করা হয় শনিবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার রুকুনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা কক্ষে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রুকুনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবেজুউদ্দিন মন্ডল, রুকুনপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এ এন এম রুক্মিণী অধিকারী ও আশা কর্মীরা এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে রুকুনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কিশোরীরা। হরিহরপাড়া ব্লকের ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার বিশেষ করে যে পরিবারের বাচ্চাদের বাল্যবিবাহ ও বিভিন্ন রকম নির্যাতন ও অন্যান্য সমস্যা সম্ভাবনা রয়েছে এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে পিছিয়ে রয়েছে মূলত সেই পরিবারের কিশোরীদের স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে বিশেষ করে হেলথ ও হাইজিন নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং উপস্থিত অতিথিগন প্রত্যেকটি কিশোরীদের হাতে স্যানিটারি ন্যাপকিন তুলে দেওয়া হয়। জবালার উদ্যোগে এই পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোকে আরো সচেতন করে তোলা এবং বাচ্চাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা যায় সেজন্যেই এই প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।

দোষীদের গ্রেফতারে পুলিশে আস্থা নিহত সাইফুদ্দিনের বাবার

সুব্রত রায় ● জয়নগর

আপনজন: কালীপুজোর পরের দিন ভোর পাঁচটার সময় স্থানীয় একটি মসজিদে নামজ পড়তে যাওয়ার সময় দুটি বাইকে করে পাঁচ জন দুষ্কৃতিরা আসে। এরপর দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় জয়নগরের দাপুটে তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্কর।

এরপর কয়েক ঘন্টার মধ্যে রণক্ষেত্রর চেহারা নেয় জয়নগরের বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়াখাকি গ্রাম । একের পর এক বাড়িতে অগ্নিসংযোগের মত ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। এরপর পুলিশের জালে একের পর এক দুষ্কৃতি গ্রেফতার হয়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ।

এই ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত আনিসুর রহমান লস্করকের গ্রেফতার করেছে পুলিশ।এর পাশাপাশি অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত আছে কিনা তা তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর পুলিশ জেলার পুলিশ। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্ট মৃত সাইফুদ্দিনের পরিবার। মৃত সাইফুউদ্দিনের বাবা ইলিয়াস নস্কর বলেন, পুলিশ ভালো কাজ করছে। পুলিশের উপর আস্থা রয়েছে পাশাপশি সিআইডি আধিকারিকেরা ইতিমধ্যে তদন্ত ভার নিচ্ছে। আমি চাই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক প্রশাসন।

এর পাশাপাশি বামনগাছি অঞ্চলের তৃণমূলের যুব কংগ্রেসের সভাপতি মেহতাব উদ্দিন লস্কর জানান, পুলিশের উপর আস্থা রয়েছে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করুক। অভিযুক্তকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক প্রশাসন। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে এই আবেদন করছি প্রশাসনের কাছে।

বিনামূল্যে চিকিৎসা শুরু হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: অসুখে বিসুখে অসুস্থতায় সৃষ্টিকর্তার পরেই মানুষ যাদের শরণাপন্ন হন সেই মহান পেশার মানুষ হলো চিকিৎসক।রবিবার ফ্রি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পরিসেবা দেওয়ার মধ্য দিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর ব্রীজ চৌরঙ্গী মোড়ে জামসেদ আলির মার্কেটে এক হোমিওপ্যাথি চেম্বারের সুভ উদ্ভোধন করলেন চেম্বারের কর্ণধার সামিম আক্তার।হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা:সানোয়ার সেখ ফিতা কেটে এই চেম্বারের সুভ উদ্ভোধন করেন। চিকিৎসক সানোয়ার সেখ জানান,তিনি দীর্ঘ বছর ধরে চাঁচলে রোগী দেখছেন।হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার মানুষের আবদারে ভবানীপুর ব্রীজ চৌরঙ্গী মোড়ে এক নতুন চেম্বার খোলা হল।সপ্তাহের প্রতি সোমবার,মঙ্গলবার ও শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত রোগী দেখবেন।এখানে জ্বর,সর্দি,কাশি, সুগার,ফ্যাটি লিভার,হার্ট,কিডনী, প্যারালাইসিস স্টোক,গোল্ড ব্লাডারে পাথর,কিডনিতে পাথর,ব্রেস্ট ক্যান্সার, জরায়ুতে ক্যানসার ও মেয়েদের নরমাল ডেলিভারি হওয়ার চিকিৎসা সহ প্রায় শতাধিক রোগের চিকিৎসা করে থাকেন।

তাঁর কাছে চিকিৎসা গ্রহন করা এক রোগীর সাথে কথা বলে জানা গেলো,তিনি সময় ধরে রোগের বর্ননা শোনেন এবং রোগীর সাথে সুন্দর আচরণ করেন।সর্বদা হাসোজ্জ্বল এ চিকিৎসক চিকিৎসা সেবা প্রদান করে ইতোমধ্যে ব্যপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছেন।অতিরিক্ত কোন ওষুধ দেন না,ডাক্তারের কাছে নির্ভয়ে সব বলা যায়।একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন টেস্ট দেন না।

শিশুশ্রম ও কন্যা ভ্রুণ হত্যার বিরুদ্ধে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শিশুশ্রম ও কন্যা ভ্রুণ হত্যার প্রতিবাদে মানুষকে সচেতন করতে শিশুদের নিয়ে মহা মিছিল হলো হাওড়ায়। হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা: সুজয় চক্রবর্তীর উদ্দ্যোগে শিশুশ্রম ও কন্যা ভ্রুণ হত্যার প্রতিবাদে রবিবার সকালে শিশু ও তাদের অবিভাবকদের নিয়ে এই বিশাল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্য হাওড়ার বিজয়ানন্দ পার্ক থেকে ডুমুরজলা স্টেডিয়াম পর্যন্ত এই বর্ণাঢ্য পদযাত্রা হয় এদিন। এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। এছাড়াও দেবাংশু দাস, ভাস্কর ভট্টাচার্য, বাপী মান্না, তন্দ্রা বসু, সৌরভ দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইন্দিরার জন্ম দিবস পালিত বীরভূম জুড়ে

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ১০৭ তম জন্ম দিবস পালিত হল বীরভূমের সাইথিয়ায়, রামপুরহাট, মল্লারপুর, গদাধরপুর বাজার সহ একাধিক জায়গায়। এদিন সাঁইথিয়া শশীভূষণ দত্ত বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে ইন্দিরা গান্ধীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য রথীন সেন মদন চন্দ্র ঢুলি হিরো চৌধুরী সুনীল মূর্মু জীবন মুর্মু প্রমুখ কংগ্রেস নেত্রী কর্মীবৃন্দ। এধরে ময়ূরেশ্বর বিধানসভার গদাধরপুর বাজারে সকাল ৯.৩০ টায় তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানালেন এবং ইন্দিরা গান্ধির জীবনী সম্মন্ধে বক্তব্য রাখলেন জেলা কংগ্রেসের কার্যকারী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য শান্তিরাম মাল, কবীর হোসেন সেখ, জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বজরুল হক, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জহরলাল সেখ, যুব কংগ্রেসের উত্তম দত্ত, প্রমুখ নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষ।

গলসিতে বাম যুব সংগঠনের সাংবাদিক সভা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসিতে ডিওয়াইএফআই এর সাংবাদিক বৈঠক করা হল। আগামীর ইনসাফ যাত্রার কর্মসুচীকে সামনে রেখে ওই সম্মেলন করেন ডিওয়াইএফআই গলসি ২ ব্লকের সম্পাদক মনসিজ হোসেন। তিনি জানান, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং পেরিয়ে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দুই বর্ধমান দিয়ে যাবে তাদের ইনসাফ যাত্রা। যেখানে তারা দলীয় পতাকা হাতে রাজ্যে অন্যায় বন্ধের দাবীতে রাস্তায় নামবেন। তিনি জানিয়েছেন, মোট ২৩ টি জেলায় ১০০০ সভা করবেন তারা। যা আগামী ৩ নভেম্বর ২০২৩ থেকে ৭ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত চলবে। ইনসাফ যাত্রায় তাদের সাথে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করবেন। আগামী ২৬ শে নভেম্বর বিকালে ওই ইনসাফ যাত্রা তাদের এলাকায় প্রবেশ করবে। ওইদিন গলসির কালিমতি দেবী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তারা ওই ইনসাফ যাত্রায় যোগ দেবেন। মূল পদযাত্রা ৭ ই জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশ স্থলে পৌছাবে। সেখানে ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। তার দাবী, রাজ্যের তৃণমূল নেতা মন্ত্রীরা সর্ব ক্ষেত্রেই দুর্নীতে অভিযুক্ত। যার দায়ে তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা জেলে রয়েছেন। রাজ্যে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই ওই ইনসাফ যাত্রা বলে জানান তিনি। ইনসাফ যাত্রায় তিনি সাধারণ মানুষকে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

ডব্লুপিআইয়ের রক্তদান শিবির

রবিবার কোঠারি ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় উলুবেড়িয়া-২ নং ব্লকের রঘুদেবপুরের কেটুয়াপোলের একটি ভবনে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় ওয়েলফেয়ার পার্টির উদ্যোগে। ছবি: সুরজীৎ আদক

ইউরো বাছাইয়ে ১৪ গোলের রেকর্ড জয় ফ্রান্সের

আপনজন ডেস্ক: জিব্রাল্টার নাম এলেই সাধারণ জ্ঞানের বইয়ের ‘জিব্রাল্টার প্রণালি’র কথা মনে পড়তে পারে। ভূমধ্যসাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে সংযোগকারী প্রণালি এটি।
স্পেনের দক্ষিণে জিব্রাল্টার নামেই একটা ভূখণ্ড আছে, যা ব্রিটেনের অধীনস্থ। তাদের আবার একটা জাতীয় ফুটবল দলও আছে। সেই দলই গত রাতে ফ্রান্সের বিপক্ষে গড়েছে বিব্রতকর রেকর্ড। ৫-১০টি নয়, ফ্রান্সের কাছে ১৪ গোল খেয়েছে জিব্রাল্টার!
প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে এটাই ইউরোপের কোনো দলের সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড। এর আগে জার্মানি জিতেছিল ১৩-০ ব্যবধানে, ২০০৬ সালে সান মারিনোর বিপক্ষে। আর ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় জয়টি ছিল ১০-০ ব্যবধানে, ১৯৯৫ সালে আজারবাইজানের বিপক্ষে।
বোঝাই যাচ্ছে, উয়েফা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ বাছাইপর্বের এ ম্যাচে পুঁচকে জিব্রাল্টারকে নিয়ে ছেলেখেলায় মেতেছিলেন ফরাসি ফুটবলাররা। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ১৯৮ নম্বরে থাকা দলটির বিপক্ষে গোলবন্যার ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পে। হ্যাটট্রিক করার পথে ক্যারিয়ারে ৩০০ গোলের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন এমবাপ্পে। আর ৪৬ গোল নিয়ে তিনি এখন ফ্রান্সের তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। তাঁর ওপরে আছেন শুধু থিয়েরি অঁরি (৫১) ও সতীর্থ অলিভিয়ের জিরু (৫৬)।
জোড়া গোল করেছেন কিংসলে কোমান ও অলিভিয়ের জিরু। একবার করে স্কোরশিটে নাম তুলেছেন উসমান দেম্বেলে, মার্কাস থুরাম, আদ্রিয়ান রাবিও, ওয়ারেন জাইরে-এমেরি, জোনাথান ক্লাউস ও ইউসুফ ফোফানা। আর ম্যাচের তৃতীয় মিনিটে হওয়া প্রথম গোলটি জিব্রাল্টারের উপহারসূচক, নিজেদের জালেই বড় জড়িয়েছেন ইথান সান্তোস।
এ ম্যাচ দিয়েই জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছে পিএসজি মিডফিল্ডার জাইরে-এমেরির। ১৭ বছর বয়সী এই তরুণই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের হয়ে খেলা সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার।
ফ্রান্সের রেকর্ডের রাতে তুরস্কর কাছে ৩-২ ব্যবধানে হেরে বসেছে জার্মানি। ইউরোর স্বাগতিক হওয়ায় বাছাই খেলতে হচ্ছে না জার্মানদের। তাই প্রীতি ম্যাচ খেলে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলছে। বার্লিনে এমন ম্যাচে কাই হাভার্টজের গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে হান্সি ফ্লিকের জায়গায় প্রধান কোচের দায়িত্ব পাওয়া ইউলিয়ান নাগলসমান ঘরের মাঠে অভিষেক ম্যাচটা দ্রুত ভুলে যেতে চাইবেন।

ম্যাচসেরা হেড, টুর্নামেন্ট সেরা কোহলি, বলে শামি

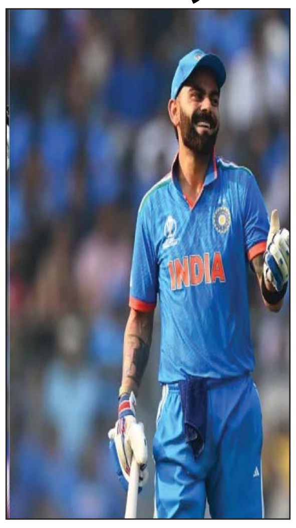

আপনজন ডেস্ক: আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হাজির হওয়া লক্ষাধিক দর্শককে হতাশ করে রেকর্ড ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আসরজুড়ে অপ্রতিরোধ্য থাকলেও ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দাপট দেখাতে পারেনি রোহিত শর্মার দল। ৪২ বল হাতে রেখেই ৬ উইকেটের দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে প্যাট কামিন্সের দল। অথচ এই ভারতের বিপক্ষে হেরেই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া।
এদিন টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করে ভারত। প্যাট কামিন্স-মিচেল স্টার্কদের তোপে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৪০ রানে অলআউট হয় ভারত। জবাব দিতে নেমে ৪৭ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে শঙ্কা তৈরি করলেও দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের পথ সহজ করে দেন ওপেনার ট্রাভিস হেড। ১২০ বলে ১৩৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন তিনি। ম্যাচসেরার পুরস্কারও ওঠে তার হাতেই।
ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়ে হেড বলেন, ‘কী দারুণ একটি দিন! এর অংশ হতে পেরে আনন্দিত। ... আমি একটু নার্ভাস ছিলাম কিন্তু অন্যপ্রান্তে থাকা মারনাস লাবুশেন দুর্দান্ত খেলেছে এবং সব চাপ দূর করে দিয়েছে। ...টস জিতে বোলিং বেছে নেওয়াটা দারুণ সিদ্ধান্ত ছিল এবং খেলা যত গড়িয়েছে উইকেট তত ভালো হয়েছে।’
এদিকে, ফাইনালে হারলেও সিরিজসেরা নির্বাচিত হয়েছেন বিরাট কোহলি। ১১ ইনিংসে তার ব্যাট থেকে এসেছে ৭৬৫ রান। বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোনো একটি আসরে এত বেশি রান করতে পারেননি কোনো ব্যাটারই। তবে সবাইকে ছাড়িয়ে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার নিজের করে নিয়েছেন বিরাট কোহলি। এবারের আসরে সর্বোচ্চ ৭৬৫ রান করেছেন কোহলি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৯৭ রান রোহিত শর্মার।
সবার চেয়ে পারফরম্যান্সে যোজন যোজন এগিয়ে থেকে সহজেই টুর্নামেন্ট সেরার পুরষ্কার নিজের করে নেন কোহলি। যদিও দলকে শিরোপা জেতাতে না পারায় তার আক্ষেপ থাকাই স্বাভাবিক। কোহলি ভেঙেছেন ভারতেরই কিংবদন্তি ব্যাটার শচীন টেন্ডুলকারের রেকর্ড। ২০০৩ বিশ্বকাপে ৬৭৩ রান করে বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন টেন্ডুলকার। অন্যদিকে, বোলারদের মধ্যে বিশ্বকাপের চলতি আসরে ২৪ উইকেট শিকার করেছেন মোহাম্মদ শামি। এর মাধ্যমে এককভাবে আসরের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়েছেন তিনি।

পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রধান কোচ ইউসুফ

আপনজন ডেস্ক: জাতীয় দলের জন্য আগামীর তারকা তৈরিতে কাজ করার জন্য দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটার মোহাম্মদ ইউসুফকে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
মোহাম্মদ ইউসুফ এর আগে পাকিস্তান জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ এবং লাহোরের জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির দায়িত্ব পালন করেছেন।
অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ হিসেবে মোহাম্মদ ইউসুফের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে ৮ থেকে ১৭ ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে যুব এশিয়া কাপ এবং আগামী ১৩ জানুয়ারি শ্রীলংকায় শুরু হতে যাওয়া যুব বিশ্বকাপ।
মোহাম্মদ ইউসুফ পাকিস্তানের হয়ে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩৯টি সেঞ্চুরি আর ৯৭টি ফিফটির সাহায্যে পাকিস্তানের হয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৭ হাজর ৩০০ রান সংগ্রহ করেন। শুধু তাই নয়, ২০০৬ সালে এক ক্যালেন্ডারে টেস্টে রেকর্ড সর্বোচ্চ ১ হাজার ৭৮৮ রান সংগ্রহ করেন তিনি।
পাকিস্তান যুব দলের দায়িত্ব পাওয়ার পর মোহাম্মদ ইউসুফ বলেন, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আমাকে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দায়িত্ব দেওয়ায় সম্মানিত বোধ করছি। আসন্ন অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ এবং আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে দলের প্রত্যাশা পুরণের চেষ্টা করব।
তিনি আরও বলেন, আমি পাকিস্তানের হয়ে দীর্ঘদিন খেলেছি, অতীতে জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করেছি। আমার সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তরুণ প্রতিভা তৈরির চেষ্টা করব।

২০০৩-এর পুনরাবৃত্তি। ২০২৩-এও অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্বজয় করার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল ভারতের। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ফাইনালে একতরফা ম্যাচ খেলল অজিরা। ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ২৪০ রানে অলআউট হয়ে যায় ভারত। কেএল রাহুল ৬৬ ও বিরাট কোহলি করেন ৫৪ রান। রান তাড়া করতে নেমে ট্রেভিস হেডের শতরান ও মার্নাস লাবুশানের অর্ধশতরানে ভর করে সহজ জয় পেল ব্যাগি গ্রিনরা। ১৩৭ রান করেন হেড ও ৫৮ করেন লাবুশানে। ৪৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

ফাইনালে অর্ধশতকে মিয়াঁদাদ, ডি সিলভার পাশে কোহলি

আপনজন ডেস্ক: ব্যাট হাতে স্বপ্নের মতো এক বিশ্বকাপ কাটিয়েছেন বিরাট কোহলি। প্রায় প্রতি ম্যাচেই রান পেয়েছেন। প্যাট কামিন্সের বলে বোল্ড হওয়ার আগে আজ ফাইনালেও দলের বিপর্যয়ের মুখে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৬৩ বলে ৫৪ রান। ফাইনালসহ ১১ ম্যাচের মধ্যে দুই ম্যাচ ছাড়া বাকি সব কটিতে কোহলি করেছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব রান। যেখানে আছে তিনটি শতক ও ছয়টি অর্ধশতক।
এই ১১ ম্যাচে ৯৫.৬২ গড় ও ৯০.৩১ স্ট্রাইক রেটে কোহলি করেছেন ৭৬৫ রান, যা বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বোচ্চ রান। এর মধ্যে ফাইনালে অর্ধশতক করে নতুন একটি মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন কোহলি। প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ৫০-এর বেশি রান করেছেন ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক। যেখানে কোহলির সঙ্গে আছে আরও ছয় ব্যাটসম্যান। তবে এই দুই ইনিংসের মধ্যে কমপক্ষে একটি শতক বিবেচনা করলে তালিকায় কোহলিসহ আছেন তিনজন। বাকি দুজন হলেন শ্রীলঙ্কার অরবিন্দ ডি সিলভা ও স্টিভেন স্মিথ। এর মধ্যে কেবল শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ডি সিলভাই ফাইনালে শতক পেয়েছেন। কোহলি এবং স্মিথ শতক পেয়েছেন সেমিফাইনালে। তবে ডি সিলভা ও স্মিথ দুজনই পেয়েছিলেন শিরোপার স্বাদ।

কোহলিও পাবেন কি না, সেটি জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। সেমিফাইনাল ও ফাইনালের পঞ্চাশের বেশি রানের কীর্তি প্রথম দেখা গিয়েছিল ১৯৭৯ বিশ্বকাপে। ইংল্যান্ডের হয়ে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ৫০-এর বেশি রান করেছিলেন ইংলিশ অধিনায়ক মাইক বেয়ার্লি। ফাইনালে তিনি খেলেছিলেন ১৩০ বলে ৬৪ রানের ইনিংস। কিন্তু এই কীর্তি গড়েও লাভ হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরে শিরোপাবঞ্চিত থাকতে হয়েছিল বেয়ার্লিকে। দ্বিতীয়বার এই কীর্তি গড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি ডেভিড বুন। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের পথে দুই ইনিংসেই অর্ধশতক রানের ইনিংস খেলেছিলেন বুন। ১৯৯২ সালে পরের বিশ্বকাপেও দেখা গেছে একই কীর্তি। সেবার সেমিফাইনাল ও ফাইনালে সেঞ্চুরি করেছিলেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান জাভেদ মিয়াঁদাদ। পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ে দুটি ইনিংসই রেখেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ জয়ে অসামান্য ভূমিকা রাখা ডি সিলভা সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ৪৭ বলে ৬৬ রানের অসাধারণ এক ইনিংস খেলেন ডি সিলভা। আর ফাইনালে বিপর্যয়ের মুখে ডি সিলভা খেলেন ১২৪ বলে ১০৭ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস। তাঁর এই ইনিংসটিই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের স্বাদ দেয় লঙ্কানদের। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ডি সিলভার কীর্তির পর টানা চার বিশ্বকাপে আর এই কীর্তি দেখা যায়নি। অর্থাৎ একই ব্যাটসম্যান হিসেবে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ৫০-এর বেশি রান করতে পারেননি কেউই।
তবে ২০১৫ বিশ্বকাপে এসে একই সঙ্গে দুই ব্যাটসম্যান গড়েছেন এই কীর্তি।
স্মিথের কথা তো আগেই বলা হয়েছে, নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যান গ্র্যান্ড এলিয়টও পেয়েছিলেন এই মাইলফলকের স্পর্শ। যদিও শেষ হাসি হাসা হয়নি তাঁর। এরপর ২০১৯ বিশ্বকাপে আর কেউ গড়তে পারেননি এই কীর্তি। এবার করে দেখিয়েছেন কোহলি।
সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শতকের অর্ধশতক গড়া কোহলি খেলেছিলেন ১১৭ রানের ইনিংস।

হারলেও আমি আমার দল নিয়ে গর্বিত: রোহিত শর্মা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপের ১৩তম আসরের শুরু থেকে অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স করে শিরোপা জয়ের পথেই ছিল ভারত। আসরের শুরু থেকে টানা ১০ ম্যাচে জিতে অপরাজিত থেকেই ফাইনালে উঠে ভারত।
কিন্তু ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৬ উইকেটে হেরে শিরোপা হাতছাড়া করে বিশ্বকাপের এবারের আসরের আয়োজকরা।
রোববার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনাল শেষে ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, আসলে পুরো টুর্নামেন্টে আমরা ভালো খেলেছি।
কিন্তু আজ ফাইনালে সেরাট দিতে পারিনি, যে কারণে ফলাফল আমাদের পক্ষে যায়নি। তারপরও বলব আমি আমার দল নিয়ে গর্বিত।
রোহিত আরও বলেন, আমরা আজ আরও ২০-৩০ রান বেশি করতে পারলে ফাইটিং স্কোর হতো। বিরাট কোহলি আর লোকেশ রাহুল ব্যাটিং কারর সময় মনে হয়েছি স্কোর ২৭০-২৮০ রান হবে। কিন্তু এরপর টপাটপ উইকেট পতনের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি।
অস্ট্রেলিয়ার শিরোপা জয় নিয়ে ভারতীয় অধিনায়ক বলেন, আমরা অস্ট্রেলিয়াকে শুরুতে চাপে ফেলেছিলাম।
কিন্তু ট্রাভিস হেড আর মার্নাস লাবুশেনের মধ্যকার জুটি ভাঙতে দেড়ি হওয়ায় আমার ম্যাচ থেকে ছিটকে যাই। ওরা দুইজন খুব ভালো ব্যাটিং করেছে। শিরোপা জয়ে তাদের কৃতিত্ব দিতেই হবে।

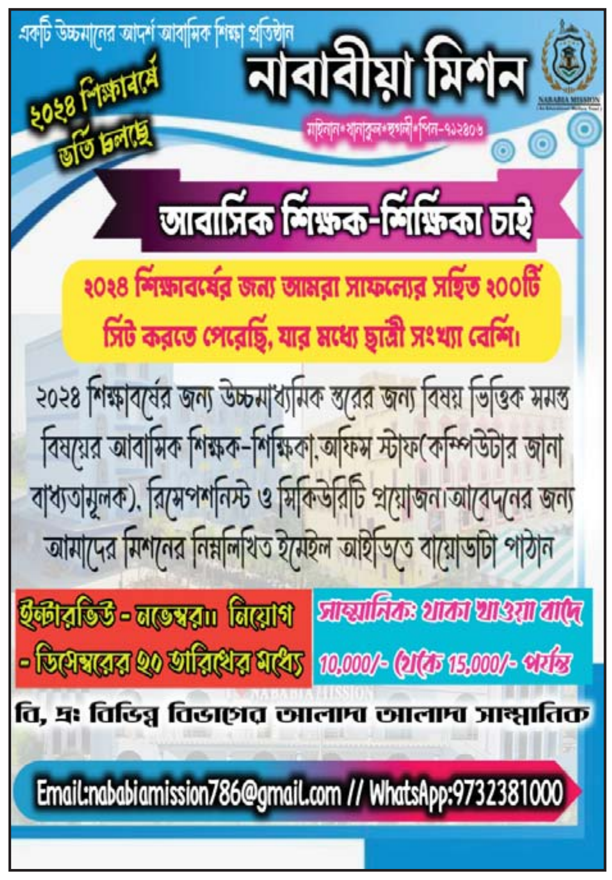

‘ভুল পেনাল্টিতে’ তুরস্কের কাছে হার জার্মানির

আপনজ ডেস্ক: আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে জার্মানিকে হারিয়ে দিয়েছে তুরস্ক। শনিবার রাতে বার্লিনে স্বাগতিক জার্মানদের ৩-২ গোলে হারায় তুর্কীরা। তুরস্কের জয়সূচক গোলটি আসে পেনাল্টি থেকে। যেটিকে অন্যায্য দাবি করছেন জার্মান কোচ ইউলিয়ান নাগেলসম্যান।
ঘরের মাঠে ম্যাচের ৫ম মিনিটেই এগিয়ে যায় জার্মানি। গোলটি করেন কাই হাভার্টজ। ৩৮তম মিনিটে ম্যাচে সমতা টানেন তুরস্কের ফের্দি কাদিওগলু। ৪৫+২তম মিনিটে লিডও নিয়ে নেয় দলটি। বিরতির পর ৪৯তম মিনিটে নিকলাম ফুলক্রুগের গোলে সমতা ফেরায় জার্মানি। আর ৭১তম মিনিটে সফল স্পটকিক থেকে জয়সূচক গোলটি করেন তুরস্কের ইউসুফ সারি। প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে পেছন দিক দিয়ে হাভার্টজের হাতে বল লাগলে ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি।
ম্যাচ শেষে জার্মান কোচ ইউলিয়ান নাগেলসম্যান বলেন, ‘কাইয়ের (হাভার্টজ) মুভমেন্ট স্বাভাবিক ছিল।
এটা পেনাল্টি হতে পারে না। আন্তর্জাতিক ফুটবলের নিয়ম (জার্মান) বুন্দেসলিগার চেয়েও কঠিন।’ গত সেপ্টেম্বর হ্যান্সি ফ্লিক জার্মানির প্রধান কোচের চাকরি হারায়। তার স্থলাভিষিক্ত হন বায়ার্ন মিউনিখের সাবেক কোচ ইউলিয়ান নাগেলসম্যান। জার্মান জাতীয় দলের দায়িত্ব নেয়ার পর ঘরের মাঠে প্রথম হারের স্বাদ পেলেন ৩৬ বছর বয়সী এই কোচ।

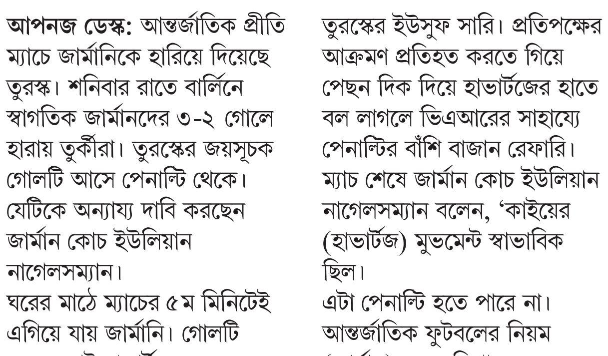

আহমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ চলাকালীন গ্যালারি থেকে একজন দর্শক ফিলিস্তিনে হামলা বন্ধের দাবিসমৃদ্ধ টিশার্ট পরে আচমকা মাঠে ঢুকে পড়েন। দৌড়ে গিয়ে ভারতীয় ব্যাটার বিরাট কোহলিকে জড়িয়ে ধরেন এই সমর্থক।

কৃষ্ণরামপুরে ফুটবলের ফাইনালে জয়ী বনগ্রাম

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন ডেস্ক: গলসি ১ নং ব্লকের কৃষ্ণরামপুর মা মাটি মানুষ ক্লাবের ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের খেলায় জয়ী হল বনগ্রাম আমরা কজন ক্লাব।
শনিবার সন্ধ্যায় ওই খেলার শুরু করা হয়। নির্ধারিত সময়ে খেলা ফলাফল না হওয়ায় ট্রাইব্রেকারের মাধ্যেমে খেলার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। যেখানে ৫ টি করে সুযোগ পেয়ে ৩-১ গোলে জয়লাভ করে বনগ্রাম। এদিনের ফাইনাল খেলায় বনগ্রাম আমরা ক জন এবং কৌচা এফ এ এম ক্লাব মুখোমুখি হন। জানতে পারা গেছে, ২ রা অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর দিন ওই

ফুটবল প্রতিযোগিতা শুভ সূচনা হয়েছিল। যেখানে এলাকার ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করে। জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে ও ফুটবলে কিক মেরে খেলার সুচনা হয়।
এদিনের খেলার সেরা খেলোয়াড় হন বনগ্রামের রেমন জিহু।
তাছাড়াও টুর্নামেন্টের সেরা হন কৌচা গ্রামের খেলোয়াড় মহম্মদ ইয়া ইয়া। বনগ্রাম আমরা ক জন ক্লাবের কর্মকর্তা কাজল কাজী ও সমিরন সদ্দার বলেন, প্রথম থেকেই তাদের দল ভালো খেলেছে। তাই তারা ফাইনালে উঠতে পেরেছিল। এদিকে ফাইনাল খেলাটি গ্রামে উৎসবের আকার নিয়েছে।
তাই খেলা শেষে দর্শকদের আনন্দ দিতে এলাকার শিল্পীদের নিয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থাও করা হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**